কৃষিপ্রণালী।

তৃতীয় খণ্ড।

চিপেষ্ট দম্‌দম্‌ নর্শরি হইতে

শ্রীভুবনচন্দ্র কর দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা:

গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ২৫:

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

চৈত্র—১২৯৯ সাল।

গুরু। শিষ্য।

বিজ্ঞাপন।

জগদীশ্বরের কৃপায় অনেক বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, কৃষিপ্রণালীর তৃতীয় খণ্ড প্রচার হইল। ইহাতে বাগান করিবার সুপ্রণালী ও বৃক্ষাদি রোপণের সময়-নিরূপণ ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। স্থানাভাব প্রযুক্ত বর্ষার উপযোগী রোপণ-প্রণালী ইহাতে সংযোজিত করিতে পারিলাম না। চতুর্থ খণ্ডে উক্ত বিষয় প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। চতুর্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ; গ্রাহক মহোদয়গণ ইচ্ছা করিয়া (তৃতীয় খণ্ড হইতে দ্বাদশ খণ্ডের) অগ্রিম মূল্য ২।৵৹ আনা পাঠাইলে, আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করা হয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কৃষিপ্রণালী প্রচারের বিলম্ব কারণ অনেক গ্রাহক যে ভাবে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা অতিশয় শ্রুতিকটু হইলেও আমরা সাদরে গ্রহণ করিয়াছি; কারণ, আমরা নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এবং ভূতপূর্ব্ব মুদ্রাযন্ত্রের শিথিলতায় কৃষিপ্রণালী শীঘ্র প্রচার হয় নাই; যাহা হউক অবিলম্বেই, প্রচার হইবে তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

২৭ এ চৈত্র।
১২৯৯।

শ্রীভুবনচন্দ্র কর।
প্রকাশক।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

কৃষিপ্রণালী।

তৃতীয় খণ্ড।

বহুদিনের পর শিষ্যের বাটীতে গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিষ্য গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া অতি নম্রভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন,—"প্রভো! এ দাসের বাটীতে পদার্পণ করিতে এত বিলম্ব কেন—শ্রীপাটের কুশল সংবাদ না পাইয়া আমরা অতিশয় ভাবিত ছিলাম, এক্ষণে ঈশ্বর ইচ্ছায় শুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া দুর্ভাবনা সমস্তই দূরীভূত হইল"। শিষ্য গুরুদেবকে এইরূপে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া, পদ ধৌতের জল আনয়ন পূর্ব্বক উপবেশনের জন্য মনোরম্য আসন প্রদান করিলেন।

গুরুদেব বলিলেন,—দেখ, সংসারে আপদ বিপদ বিঘ্ন বাধা ইত্যাদি নানা কারণ অবশ্যই আছে, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন; তবে যতক্ষণ সুস্থ থাকিতে পারা যায় ততক্ষণই ভাল, অতএব, আমি যে, কারণ বশতঃ সত্বর উপস্থিত হইতে পারি নাই, তাহা তুমি অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ। যাহা হউক, তোমরা যে সুখস্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছ, তাহাতেই আমি বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

এইরূপে স্বল্পক্ষণ বাক্যালাপ করিয়া, শিষ্য, গুরুদেবের সন্ধ্যা, পূজা ও পাকাদি কার্য্যের আয়োজন করাইবার জন্য অন্দরবাটীর

ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বেলা দুই প্রহরের মধ্যে সমস্ত কার্য্য শেষ হওয়ায়, ক্ষণেক বিশ্রামের পর বেলা অপরাহ্ণ, এমন সময় উভয়ে বৈঠকখানায় বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

প্রথম অধ্যায়।

উদ্যান সম্বন্ধীয় প্রস্তাবনা।

গুরুদেব শিষ্যকে বলিলেন, কেমন বাপু! তুমি যে কৃষি-বিষয়ে ব্রতী হইয়াছ, তাহাতে কিছু লাভ দেখিতে পাইতেছ কি?

শিষ্য। মহাশয়! চাষ আবাদের বিষয় আপনার আশীর্ব্বাদে একরকম ভালই হইতেছে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে; বিশেষ আপনি পরম পূজনীয় গুরুদেব, আপনার শ্রীমুখের বাক্য অলঙ্ঘনীয়; তবে সেরূপ আমার সৌভাগ্য নহে যে, যে বিষয়েই হউক না কেন তাহার সম্পূর্ণরূপে ফলভোগী হইব; তবে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লাভ করিয়াছি, তাহাও আপনার অনুগ্রহে; ফল কথা, লোক্‌সান্ না হইয়া বরং লাভই হইয়াছে; বিশেষ, সংসারের পক্ষে বড়ই উপকার পাইয়াছি।

গুরু। ভাল, ভাল, লোক্‌সান না হইলেই মঙ্গলের বিষয়! একে ত অনেকে পরস্পর বলাবলি করিতেছে যে, "এক বামুন নাকি এক উকীলকে উকীলগিরী ছাড়াইয়া কৃষিকার্য্য

শিখাইতেছেন” তাহার উপর যদি আবার লোক্‌সান্ হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ বড়ই লজ্জিত হইতে হইবে।

শিষ্য। হাঁ প্রভো, ঐরূপ কথা আমিও কিছু কিছু শুনিয়াছি বটে, যাহা হউক, জগদীশ্বর মুখ রক্ষা করিয়াছেন।

গুরু। এক্ষণে আর কোন রকম কৃষিপ্রণালী জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা আছে কি?

শিষ্য। আপনি যখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ দাসের বাটীতে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন মাঙ্গলিক বিষয় পুনর্ব্বার যে আলোচনা হইবে, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই, তবে আশানুযায়ী বিষয় আলোচনাই প্রার্থনীয়। যে যাহা ভালবাসে তাহাই দেখিতে ও শুনিতে ইচ্ছা করে, সুতরাং শ্রোতার অভিপ্রায়ানুসারে বক্তার ব্যক্তব্য বিষয় অবশ্যই আলোচনা করা সিদ্ধান্ত।

গুরু। বটে, বটে, তোমার মনের ভাব আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু বিশেষ করিয়া না বলিলে, উপদেশ দিতে পারিতেছি না। যদি অন্য বিষয় শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, প্রকাশ করিলে অবশ্যই বলিতে পারি।

শিষ্য। এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, অনেকেই নানাবিধ মনোরম্য ফল ও পুষ্পের বাগান প্রস্তুত করিয়া বহুল অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু বাগান প্রস্তুতের কার্য্যকালে তাহার সুপ্রাণালী অবগত না থাকায়, ভবিষ্যতে মনস্তাপে দগ্ধীভূত হয়েন। কারণ, যাহার মূল ভিত্তিতেই দোষ জন্মিয়া যায়, তাহাতে আশানুযায়ী ফল কিরূপে পাওয়া যাইবে? এবং কি ধনী, কি সামান্য ভদ্র গৃহস্থ, কি চাষী ইত্যাদি অনেক প্রকার লোকের

উদ্যানাদিতে স্পৃহা থাকাতেও কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমি নিজেই বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি; তবে, আমার ভরসা একমাত্র আপনি, আপনার কৃষি সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই জানা আছে, তজ্জন্যই বাসনা করিয়াছি যে, উদ্যান সম্বন্ধীয় সুপ্রাণালী বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া সুখী করুন।

গুরু। তাহার আর চিন্তা কি বাপু! এ কথা ত মঙ্গলের বিষয়! চাষ বাস বাগান, পুষ্করিণী খনন করা ইত্যাদি সৎকর্ম্মই ত গৃহস্থের ধর্ম্ম। তন্মধ্যে পারক অপারক বুঝিয়া কার্য্য করিলে ভাল হয়। যে যেমন ক্ষমতাপন্নব্যক্তি, সে তদ্রূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে পরিণামে কোন কথান্তরে পড়িতে হয় না। সামর্থ্য বুঝিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক সকল কার্য্যেই ব্রতী হওয়া যাইতে পারে। অবস্থানুসারে কার্য্য যে, সর্ব্বসম্মত তাহার আর সন্দেহ নাই।

শিষ্য। প্রভো! এক্ষণে আমার যেরূপ অবস্থা, তাহা আপনি সমস্তই জ্ঞাত আছেন; আমরা যে ভাবেই কালযাপন করি না কেন, সততই আপনি অনুধাবন করিছেন। অতএব আমার অবস্থানুযায়ী আদেশই এক্ষণে প্রার্থনা।

গুরু। তুমি যে ভাবের কথা উত্থাপন করিয়াছ, তদুপযুক্ত আদেশই ব্যক্ত করিতেছি। তোমার একখানি বাগান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা অতীব আনন্দের বিষয়! কিন্তু আপাততঃ আশানুযায়ী খানিক জমী নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। বাগান করিবার প্রণালী নানা প্রকার আছে, তৎ সমস্ত বর্ণন

না করিয়া, তোমার বাঞ্ছনীয় বিষয়ই বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

শিষ্য। আমার প্রার্থনা এই যে, ধনী লোকেরা যেরূপ মনোরম্য ফল ও পুষ্পের বাগান প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ করিতে ইচ্ছা করি না; কারণ, আমরা সামান্য গৃহস্থ ব্যক্তি, আমাদের সততই উপার্জ্জনের উপর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যেরূপ বাগান প্রস্তুত করিলে ভবিষ্যতে বেশ দশ টাকা লাভ হইতে পারে, তদ্বিষয়েরই উপদেশ দিউন।

গুরু। "শুভস্য শীঘ্রং" শুভকর্ম্মে আর বিলম্ব করিও না, মনোমত খানিক জমী ঠিক করিবার চেষ্টা কর।

শিষ্য। জমী জমার বিষয় আপনি বিশেষরূপ অবগত আছেন, যেরূপ জমী ঠিক করিতে বলিবেন, তাহাই ঠিক করিব।

গুরু। আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বাগানখানিতে কলমের চারা বসাইবে? না, (বীজাদি) আঁটীর চারা বসাইবে?

শিষ্য। তাহা আমি এক্ষণে স্থির করিতে পারিতেছি না।

গুরু। না বাপু! তাহা অগ্রে স্থির না করিলে, জমীর ও কার্য্যের বন্দবস্ত করা হইবে না।

শিষ্য। কলমের চারার বাগান ও (বীজাদি) অর্থাৎ আঁটীর চারার বাগান উভয়ে কোন প্রভেদ আছে কি?

গুরু। কলমের চারার বাগানে এবং আঁটীর চারার বাগানে অনেক রকমে প্রভেদ হইয়া থাকে, এবং খরচা সম্বন্ধেও অনেক প্রকারে কম বেশী।

শিষ্য। উভয়ের মধ্যে সহজ উপায়ে এবং কম ব্যয়ে কোন্‌টী ভাল হইতে পারে?

গুরু। আমার বিবেচনায় কলমের চারার বাগান করাই ভাল; যদিচ ইহাতে পূর্ব্বাহ্নে কিছু অর্থ ব্যয় হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা পূরণ হইয়া যায়, এবং আশু ফলপ্রদ।

শিষ্য। উভয়বিধ বাগানের আয়, ভবিষ্যতে কাহাতে কিরূপ হয় প্রভো?

গুরু। তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া এক্ষণে বলিতে পারি না, তবে বোধ হয় যে, যাহাতে বেশী ব্যয় হয়, তাহারই পরিণাম ভাল।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, আঁটির চারার বাগান কি কলমের চারার বাগান হইবে, তাহা পরে স্থির করা যাইবে, এক্ষণে পূর্ব্বকার কার্য্য কিরূপ করিতে হইবে, তাহা বলুন।

গুরু। এখনও বুঝিতে পারিলে না বাপু!

শিষ্য। আজ্ঞা,—না।

গুরু। আমার কথার মর্ম্ম এই যে, কলম ও আঁটীর চারার বাগান করিতে হইলে, শুরু হইতেই পৃথক্ বন্দবস্ত করিতে হয়। আঁটীর চারার বাগানে প্রথমতঃ স্বল্প ব্যয় করিয়া ক্রমশঃ ব্যয় করিলে চলিতে পারে, কিন্তু কলমের চারার বাগান করিতে হইলে, তদ্রূপ ব্যয় হয় না; প্রথম সূত্রপাত হইতেই বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হয়।

শিষ্য। তাহার কারণ কি? প্রভো!

শিষ্য। তাহার কারণ এই যে, আঁটীর চারার বাগান করিতে হইলে, প্রথমে পুষ্করিণী খনন না করিলেও চলিতে পারে; এবং ২।১ বৎসর পরে করিলে বরং ভাল হয়। কিন্তু কলমের চারার বাগান করিতে হইলে, সেই বাগানে পূর্ব্ব হইতে একটী পুষ্করিণী খনন করা নিতান্ত আবশ্যক।

শিষ্য। পুষ্করিণী খনন না করিয়া যদি কলমের বাগান করা যায়, তাহতে কিছু হানি আছে কি?

গুরু। এমন কিছু দোষ হয় না বটে, তবে পুষ্করিণী খনন করিয়া রীতিমত বাগান করিতে পারিলে বাগান সম্বন্ধীয় কোন দোষ থাকে না, এবং জলস্থলযুক্ত বাগানে ভবিষ্যতে প্রচুর অর্থ আয় হইতে পারে, এবং মান বৃদ্ধির আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বিশেষ বাগান একটী আরামের স্থান, আরাম শব্দের অর্থ সুখ, সেই সুখভোগ্য জিনিষগুলি বাগানে না থাকিলে আরাম বোধ হয় না। ফল কথা, অগ্রে পুষ্করিণী খনন করিলে সহজে শীঘ্রই বাগান প্রস্তুত হইয়া যায়, যদিও প্রথমে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয় বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহাতে বিশেষ উপকার ও আরাম পাওয়া যায়। আর এক কথা, বাগান করাই হউক, কিম্বা চাষ আবাদ করাই হউক, জলের সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্যেই বিশেষ সুবিধা করিতে পারা যায না; অগ্রে পুষ্করিণী খনন না করিয়া আঁটীর চারার বাগান করা যায় বটে, তাহার কারণ এই যে, আঁটীর চারা রোপণ করিয়া ২।১ বৎসর পরে পুষ্করিণী কাটাইয়া ঐ মাটী বাগানে ছড়াইয়া বাগান সমতল করিলে গাছের পক্ষে বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু কলমের চারার পক্ষে তাদৃশ উপকার হয় না, বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। তাহার কারণ কি দেব?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, কলমের চারা রোপণ করিয়া তৎপরে ঐ চারার মূলদেশে অধিক মাটী ব্যবহৃত হইলে, গাছ কিছু অতিরিক্ত তেজস্কর হওয়ায় ফল ফুল ধরিতে বিলম্ব হইয়া

পড়ে; এবং ঐ মাটী পাইয়া সমস্ত গাছ তেজ পূর্ব্বক ফল ফুল উৎপন্ন না করিয়া সাঁড়িয়া যায়।

শিষ্য। সাঁড়িয়া যাওয়া কিরূপ? এবং কলমের চারার বাগান করিতে হইলে, পূর্ব্ব হইতে যে সকল কার্য্য আরম্ভ করা উচিত তদ্বিষয় বর্ণনা করুন।

গুরু। সাঁড়িয়া যাওয়া কথাটি সংক্ষেপ কথা মাত্র, বিশেষ কথা এই যে, যে সকল গাছ তেজপূর্ব্বক ফলফুল উৎপন্ন করিতে না পারে, তাহাদিগকে সাঁড়িয়া যাওয়া বলে। আর, প্রথমতঃ গ্রামের নিকটবর্ত্তী আশপার্শ্বে একটু জমী স্থির করিতে হইবে।

শিষ্য। গ্রামের মধ্যস্থলে যদি জমী স্থির করা যায়, তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। গ্রামের মধ্যস্থলের জমী হইলে, বড়ই ভাল হয়, যদি বেশ পরিষ্কার পাওয়া যায়।

শিষ্য। প্রভো! কত পরিমাণ জমী হইলে বাগান হইতে পারে?

গুরু। তাহার কিছু নিশ্চয় নাই, তবে বাগান করিতে হইলে একটু প্রশস্ত জমী অর্থাৎ পাঁচ বিঘা হইতে কুড়ি বিঘা পর্য্যন্ত হইলে ভাল হয়।

শিষ্য। তাহাও পাওয়া যাইতে পারে, মুখুয্যে মহাশয়-দিগের ষ্টেটভুক্ত এই গ্রামের মধ্যস্থলে খানিক বাঁশবাগান আছে, ঐ বাঁশবাগানের মধ্যস্থলের ফাঁকা জমী সমস্ত জমা ধরাইয়া দিতেছেন, তাহার চেষ্টা করিব?

গুরু। না বাপু! তাহা সুবিধা হইবে না, কারণ, চতুর্দ্দিকে বাঁশগাছ যে জমীতে থাকে, তাহাতে ফল ফসল বা গাছপালা নিরাপদে জন্মাইতে পারে না।

শিষ্য। তাহার কারণ কি ?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, বাঁশগাছের ছায়া যে জমীতে সমভাবে পতিত হয়, তাহাতে ফল ফসল ভালরূপ উৎপন্ন হয় না। বাঁশের পাতা বাগানে পতিত হইলে; জমী লবণাক্ত গুণ প্রাপ্ত হয়, এবং বাঁশের সিকড় বড়ই টান ; এমনকি যতদূর পর্য্যন্ত সিকড় বিস্তারিত হইয়া যায়, ততদূর মাটীর সত্ব এত শোষণ করে যে, তাহাতে অন্য কোন উদ্ভিজ্জাদি জন্মে না। আর একটী কথা এই যে, যে স্থানে বাগান করিতে হইবে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে কোনরূপ বড় বা পুরাতন গাছপালা না থাকিলে বড় ভাল হয়।

শিষ্য। তবে, গ্রামের পশ্চিম মাঠে চৌধুরী মহাশয়দিগের ষ্টেটের অনেক জমী আছে, তাহার চেষ্টা দেখা যাউক। বোধ হয় তাঁহাদিগের নিকট কোনরূপ বন্দবস্ত করিয়া লইলে হইতে পারে।

গুরু। তাহারই চেষ্টা কর। তাঁহারা পাকা বন্দবস্ত করিয়া দিবেন কি ?

শিষ্য। তাহা বলিতে পারি না।

গুরু। তবেই ত!—কেননা—বাগান, ভদ্রাসন বাটী, এবং পুষ্করিণী যে জমীতে করা যায়, তাহা দস্তুরমত চিরস্থায়ী বন্দ-বস্ত করিয়া লওয়াই যুক্তি সঙ্গত।

শিষ্য। দস্তুরমত বন্দবস্ত ত অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে কোন্ প্রকার করিতে হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। আমার কথার ভাবার্থ এই যে, কোন কালে সেই জমীর উপসত্ব ভোগে বঞ্চিত হইতে না হয়। যথা, এক রকম

মালেকান সত্ত্ব খরিদ, বা মৌরস লওয়া, বা মৌরস স্বত্ত্ব খরিদ করা বা মৌরসদারের নিকট দর মৌরসী করিয়া লওয়া ইত্যাদি পাকা বন্দবস্ত করিয়া বাগান করিলে ভাল হয়। তন্মধ্যে আর একটী কথা আছে বাপু! নিকটবর্ত্তী পুরাতন পতিত পুষ্করিণী সহিত খানিকটা জমী দেখিতে পার?

শিষ্য। তাহা হইলে ভাল হয় কি?

গুরু। হাঁ বাপু! পুরাতন পুষ্করিণী সহিত যদি জমী পাওয়া যায়, তাহা হইলে অপর আচট জমীতে বাগান করিতে যে ব্যয় পড়ে, তাহার অর্দ্ধেক ব্যয়ে বাগান ও পুষ্করিণী তৈয়ারী হইতে পারে, কেননা, পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার সহজেই অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয়, এবং আরও একটী বিশেষ উপকার পাওয়া যায় যে, ঐ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া সমুদায় জমীতে ছড়াইয়া দিলে, গাছ পালা এবং ফল ফসল আশার অতিরিক্ত হইয়া পড়ে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি। চেষ্টা করি, যদি পাওয়া যায়।

গুরু। না বাপু! তুমি নিজে পারিবে না,—যদিও পার কিন্তু শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না; তাহা না করিয়া একজন অপর লোককে চেষ্টা করিতে বলিলে ভাল হয়।

শিষ্য। তবে দিন্নকে একজন দালালের চেষ্টা করিতে বলি গিয়ে।

গুরু। যাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জমীর অনুসন্ধান ও বন্দবস্ত।

শিষ্য, গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে দিরুকে ডাকাইয়া বলিলেন,—দিরু, তুমি একটী কর্ম্ম করিতে পার্‌বে কি?

দিরু। হেমন কম্ম কি আছে মশা! ঝে মুই পার্‌বো না!

বাবু। দিরুর কথায় বিশেষ সন্তোষ হইয়া বলিলেন,—একজন দালালের মত লোক আমাকে ডাকিয়া দিতে পার?

দিরু। আজ্ঞা হাঁ, পারবো——মদের পাড়ায় উমো নেপ্তে আছে, সে দালালের ছাওয়াল দালাল হয়েছে, সে সব কাযে দালালগিরী ভাল কর্‌তে পারে।

বাবু। তবে তাহাকেই ডাকিয়া আনো।

দিরু। ছেলাম! তাকে সাতে করে মুই কাল সকালে আস্‌বো।

পরদিন প্রাতঃকালে, দিরু, উমো-দালালকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইল। বাবু উভয়কে দেখিয়া বলিলেন,—তোমার নাম উমাচরণ?

উম। আজ্ঞা, হাঁ।

বাবু। তুমি দালালী করিতে পার?

উম। কিসের দালালী মশাই?

বাবু। এম কিছু নয়—এই গ্রামের মধ্যে কি কোন পার্শ্বে একটি পুরাতন পুষ্করিণী সহ আন্দাজী ১০।১২ বিঘা কি ততোধিক জমী খরিদ কিম্বা মৌরসী বন্দবস্তে ঠিক করিয়া দিতে পার?

উম। আজ্ঞা, হাঁ; আমাকে খুসী কর্‌বেন ত?

বাবু। আমি তোমায় ১০৲ টাকা দিব, আর অপর পক্ষে যাহা পাইবে, তাহা লইবে।

উম। তবে আমি এক্ষণে বিদায় হই; জমী ঠিক করিয়া শীঘ্রই সংবাদ দিব।

কএকদিন পরে হটাৎ এক জন লোক আসিয়া বাবুকে বলিল, মহাশয়! আমি শুনিলাম, আপনি না কি বাগান করিবার জন্য খানিক জমী খরিদ করিবেন?

বাবু। হাঁ, করিব, কিন্তু মনোমত চাই।

সে বলিল,—আমার একবন্দে ১০।১১ বিঘা জমী আছে সুবিধা হইলে বিক্রয় করিতে পারি।

শিষ্য এইরূপ কথা শ্রুত হইয়া গুরুদেবকে বলিলেন, প্রভো! একজন লোক খানিক জমী বিক্রয় করিবার জন্য আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে।

গুরু। আচ্ছা, তাহাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা কর, সুবিধা হইলে লইতে হানি নাই। কিন্তু জমীখানি গ্রামের মধ্যস্থলে কি অন্য দিকে তাহা জানিতে পারিলে ভাল হইত।

শিষ্য। অগ্রেই আমি তাহার তদন্ত লইয়াছি—গ্রামের উত্তরাংশে মাঠের ধারে।

গুরু। বটে! তবে অন্য জমীর চেষ্টা করিবার আবশ্যক নাই, বোধ হয় ভাগ্যক্রমে ভাল জমীই পাওয়া গিয়াছে, শীঘ্র বন্দবস্ত করিয়া লও।

শিষ্য। জমীর অবস্থা ভাল কি মন্দ, তাহা আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন?

গুরু। গ্রামের পূর্ব্বাংশে বা উত্তরাংশের জমী বড়ই ভাল।

শিষ্য। তাহার কারণ কি দেব!

গুরু। গ্রামের দক্ষিণ বা পশ্চিম মাঠ অপেক্ষাকৃত কিছু উচ্চ হইয়া থাকে, এ কারণ উচ্চ জমীতে বাগান করিলে গাছ সকল তেজস্কর হইতে কিছু বিলম্ব হয়।

শিষ্য কেন প্রভো?

গুরু। জমী উচ্চ হইলে তাহার উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস হয় বলিয়া, গাছ সকল শীঘ্র তেজস্কর হইতে পারে না। উচ্চ জমীতে ঘাস, খড়, নানা প্রকার লতা পাতা, বিষ্ঠা ও গোময় পচিয়া যে সকল সার জন্মে, তাহা বর্ষার জলে ধৌত হইয়া নিম্ন ভূমিতে চলিয়া যায়। সুতরাং সার বিহীন জমীতে উদ্ভিজ্জাদি কিরূপে শীঘ্র তেজস্কর হইবে? এতাবতা গ্রামের দক্ষিণ বা পশ্চিম প্রান্তে বাগান করিলে, ভবিষ্যতে আরও ২।১টি দোষ উদ্ভাবন হইতে পারে। যথা,—দৈব দুর্ব্বিপাকে পশ্চিমে ঝড় বাতাস আরম্ভ হইলে, দক্ষিণ পশ্চিমদিকে সমভাবে অত্যন্ত তেজের সহিত লাগিতে পারে, সুতরাং ছোট ছোট কোমল ও নিস্তেজী বড় বড় গাছ সকল, ঐ মহামারীর ঘাতপ্রতিঘাতে একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়; এমন কি সমূলে বিনষ্ট হইতেও দেখা গিয়াছে। হামেসা ঝড় বাতাস, এবং উভয়দিকের প্রখর সূর্য্যোত্তাপ জনিত ফল ফুলের পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাৎ জন্মে। আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঐ উভয়দিকের গাছ সকল শীঘ্র ফলবান্ হয় বটে, কিন্তু রীতিমত পুরুষ্ট হইতে না হইতে পাকিয়া যায়, সুতরাং অকালপক্কতা জনিত তাদৃশ সু-আস্বাদন হয় না; আর এক কথা,—ঐ উভয়দিকে বাগানের গাছে ফলের ভাগ সংখ্যায় বেশী জন্মে বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কিছু ছোট হয়। তজ্জন্যই

বলিতেছি যে, যদি গ্রামের পূর্ব্ব কি উত্তরদিকে ভাল জমী পাওয়া যায়, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়।

শিষ্য। তবে গ্রামের পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে জমী যাহাতে পাওয়া যায়, তাহারই বিশেষ চেষ্টা করা যাউক। কিন্তু তন্মধ্যে একটী কথা আছে এই যে, আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, পুরাতন পুষ্করিণী সহিত জমী হইলে ভাল হয়; কিন্তু পশ্চিম বা দক্ষিণদিকের জমী যদি পুরাতন পুষ্করিণী সহিত পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি করা যাইবে?

গুরু। তাহাও লইতে পারা যায়, কেননা, পুরাতন পুষ্করিণীর মাটী অনেকাংশে সারবান্ এবং প্রথমতঃ খরচা সম্বন্ধেও কম হয়।

এইরূপে গুরুশিষ্যে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় সেই জমী-বিক্রয়কর্ত্তা পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া বলিল, মহাশয়! আপনি যে জমী খরিদ করিবেন বলিয়াছিলেন, তাহার কি হইল?

শিষ্য। হাঁ, আমার লইবার ইচ্ছা আছে বটে, তবে বিষয় সম্বন্ধীয় কথা একটু বিবেচনা পূর্ব্বক কহিতে হইবে। যাহা হউক, অদ্য বড় ব্যস্ত আছি, এক্ষণে তোমার সহিত বেশী কথা কহিতে পারিতেছি না, যদিও আমার শীঘ্রই আবশ্যক বটে, কিন্তু কার্য্যগতিকে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। তুমি দুই চারি দিনের মধ্যে আর একবার আসিবে। আর তোমার জমীর ঠিকানা বলিয়া যাও, আমরা কল্যই বোধ হয় দেখিতে যাইব।

জমী-বিক্রয়কর্ত্তা বলিল, আমিও বড় ব্যস্ত হইয়াছি, যত শীঘ্র পারি বিক্রয় করিব। এক্ষণে আমার জমীর ঠিকানা

ও চৌহদ্দি বলিয়া দিতেছি, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখিয়া আসিবেন। যথা,—এই গ্রামের উত্তরাংশে নিমু রায়ের জোল নামক স্থানে—পূর্ব্বে উমানাথ রায়ের জমী, দক্ষিণে সরকারী রাস্তা, পশ্চিমে দিগম্বর ঘোষের জমী, উত্তরে কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের জমী তন্মধ্যে আমার ১১৴ বিঘা জমী আছে, তাহা যদি আপনাদের মনোমত হয়, তবে কাল বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র লইবেন।

বাবু বলিলেন, আমরা কল্যই যাইব, তাহার কোন অন্যথা হইবে না।

জমী-বিক্রয়কর্ত্তা বলিল, নমস্কার, তবে আজ আমি আসি।

বাবু বলিলেন, এস।

অনন্তর শিষ্য, গুরুদেবকে বলিলেন, প্রভো! আপনি একবার জমীখানি দেখিয়া আসিবেন কি?

গুরু। হাঁ, দেখিতে হইবে বই কি!

শিষ্য। তবে আর বিলম্ব করা উচিত নহে, কল্যই দেখিয়া আসা যাউক।

গুরু। সুবিধা যদি হয়, তাহাতে আমার বিশেষ মত আছে।

পরদিন প্রাতঃকালে গুরুশিষ্য উভয়ে জমী দেখিতে চলিয়া গেলেন। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া জমীর অনুসন্ধান করিলেন। পূর্ব্ব উল্লেখিত মত জমীর চৌহদ্দি মিলাইয়া, শিষ্য বলিলেন, কেমন প্রভো, এ জমীখানি কি ভাল?

গুরু। হাঁ বাপু! বেশ জমী, উত্তর দক্ষিণে লম্বা আছে, এবং সরকারী রাস্তার ধারে। তোমার ভাগ্যে ভালই জুটিয়াছে, মূল্য ঠিক করিয়া শীঘ্রই লও, কাল বিলম্ব করিও না।

এইরূপে জমী দেখিয়া উভয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। বাটীতে উপস্থিত হইয়া, শিষ্য, গুরুদেবের সেবাশুশ্রূষার জন্য বিধিমতে আয়োজন করাইয়া, বিশ্রামান্তে যথাস্থানে চলিয়া গেলন।

পরদিন প্রাতঃকালে শিষ্য বলিলেন, প্রভো! বাগানখানি প্রস্তুত করিতে আপাতত কত টাকা ব্যয় হইবে?

গুরু। এক্ষণে তাহা কিরূপে বলিব বাপু! তবে রীতিমত বাগান করিতে হইলে, পূর্ব্ব হইতে কার্য্যের বন্দবস্তানুসারে যত টাকা ব্যয় হয়, তাহা অনর্থক নষ্ট হয় না।

শিষ্য। তবু আন্দাজী কত টাকা?

গুরু। জমীর মূল্য বাদে আপাতত তিনশত টাকা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

শিষ্য। তিনশত টাকা কি এককালীন আবশ্যক হইবে প্রভো?

গুরু। না বাপু! ক্রমশঃ তিন মাসে খরচ করিলেই চলিতে পারে।

শিষ্য। কি কি কার্য্যোপলক্ষে খরচ করিতে হইবে?

গুরু। প্রথমতঃ-পুষ্করিণী খননে খরচ করিতে হইবে।

শিষ্য। পুষ্করিণী খননের সূত্রপাত কি এখনই করিতে হইবে?

গুরু। হাঁ বাপু!

শিষ্য। তিনশত টাকা পুষ্করিণী খননে খরচ না করিয়া, কিছু কম ব্যয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট রকমের পুষ্করিণী করিলে কি চলিতে পারে না?

গুরু। না বাপু! বাগানের পুষ্করিণী বিশেষ আবশ্যকীয়, পরিমাণে ও গভীরতায় ছোট হইলে, বারমাস জল থাকিবে না; এবং তাহাতে মৎস্য সকল বড় না হইয়া জলাভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত অপর অপর কার্য্যেরও ক্ষতি হইতে পারে।

শিষ্য। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, কিন্তু মৎস্য বড় না হইলে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি বোধ করিব না, ফল ফুল গাছের গোড়ায় জল পাইলেই যথেষ্ট হইবে।

গুরু। কেবল ফলফুল গাছের গোড়ায় জল দিবার জন্য জলের আবশ্যক হইবে, এমত নহে—তুমি নিজে গৃহস্থ লোক; গৃহস্থ লোকের বাগান স্বতন্ত্র। ধনী লোকের মতন বাগান করা গৃহস্থ লোকের পোষায় না। লাউ, কুমড়া, শাক্ শবজী, কফি প্রভৃতি নানা প্রকার আশু ফলপ্রদায়ক দ্রব্যের চাষ করিতে হইলে, তাহাতে অধিক পরিমাণে জলের আবশ্যক হইবে। ফলতঃ ঐ সকল ফসল রীতিমত উৎপন্ন হইলে, তাহা বিক্রয় করিয়া যাহা আয় হইবে, তাহাতে পুষ্করিণী খননের ব্যয়টাও উঠিয়া যাইতে পারিবে। আর, পুষ্করিণীতে রীতিমত মৎস্য বড় হইলে, ভবিষ্যতে জলকর বৃদ্ধি এবং আয়ের প্রধান কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এবং পুষ্করিণীর জল জীবজন্তুতে বারমাস পান করিলে, তাহাতে পুণ্যপুঞ্জ লাভ হইয়া, ইহ জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রহিয়া যায়।

শিষ্য। পুষ্করিণী খনন করা ত বড়ই সৌভাগ্যের কথা!

গুরু। সৌভাগ্য বইকি! তাহা না হইলে, বলিবইবা কেন?

শিষ্য। পুষ্করিণী খননের ব্যয়টা কত দিনে উঠিতে পারে?

গুরু। রীতিমত বাগান করিতে পারিলে, সমস্ত কার্য্যে

যত টাকা ব্যয় হয়, তিন বৎসরের মধ্যে মায় সুদ সমেত তত টাকা উঠিতে পারে।

শিষ্য। তবে পুষ্করিণী খনন করিতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা বিস্তারিত রূপে বলিয়া দিউন।

গুরু। তাহার জন্য তোমার কিছু চিন্তা নাই বাপু! আমি ক্রমশঃ সমস্তই বলিয়া দিব, জমীটা অগ্রে স্থির হইয়া যাউক।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে তাহাই ভাল।

এমন সময় পুনর্ব্বার সেই জমী বিক্রয়কর্ত্তা উপস্থিত হইয়া বলিল, নমস্কার বাবু!

বাবু বলিলেন, সেদিন তোমার জমী দেখিয়া আমরা আসিয়াছি, কিন্তু তত ভাল বোধ হইল না, যাহা হউক, এক্ষণে কত টাকা হইলে বিক্রয় করিতে পার?

বিক্রয়কর্ত্তা বলিল, ছয়শত টাকা।

বাবু বলিলেন, এ সকল স্থানের ১১/ বিঘা জমীর উচিত মূল্য কি ছয়শত টাকা হইয়া থাকে কর্ত্তা! ঠিক্ কথা বল, তাহা হইলে কল্যই আমরা লেখাপড়া করিব।

বিক্রয়কর্ত্তা বলিল, আমি বড়ই নাচারে পড়িয়াছি, তাহা না হইলে ঐ জমীর দর আটশ টাকা হইত; বিশেষ টাকার আবশ্যক হওয়ায় আটশর স্থানে ছ-শ বলিতেছি, তাহাতে যদি আপনাদের মত না হয়, তবে লইয়া কাজ নাই।

বাবু বলিলেন, তবে এক্ষণে আমি মূল্য অবধারিত করিতে পারিতেছি না, তুমি কাল একবার এস।

বি। আচ্ছা, বলেন ত আসি।

বাবু। এস, এস।

তৎপরে শিষ্য মহা আনন্দিত হইয়া গুরুদেবকে বলিলেন, প্রভো! সেই জমী-বিক্রয়কর্ত্তা আসিয়াছিল। দরের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে ছয়শত টাকা বলিল, আপনি কি বলেন?

গুরু। ছয়শত টাকা অধিক দর হচ্ছে না? টানাটানি করিয়া আর একশত কমাতে পারিলে ভাল হয়।

শিষ্য। কাল ত তাহাকে আসিতে বলিয়াছি, দেখি যদি কিছু কমাতে পারি।

তৎপরদিন বিক্রয়কর্ত্তা আসিল, অনেক রকম চেষ্টা করিয়া পাঁচশত টাকা জমীর মূল্য অবধারিত হওয়ায়, বিক্রয়-কর্ত্তা নিম্ন লিখিত বিক্রয়-কবালা লিখিয়া রেজেষ্টারী করিয়া দিল।

শ্রীশ্রীহরি শরণং।

ষ্ট্যাম্প ৩॥০ ।

বিক্রয়কবলা।

ক্রেতা—

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণ চন্দ্র ঘোষ, পিতা ৺ ঠাকুর চরণ ঘোষ, জাতি কায়স্থ, পেষা কৃষিকার্য্য, সাং বলাগড়, পুলিশ ষ্টেশন কলারাও, ডিষ্ট্রীক্ট আলিপুর, সবডিষ্ট্রীক্ট বারাসৎ, জেলা ২৪ পরগণা, পং আমিরাবাদ, সবরেজেষ্টরী দমদমা। মহাশয় বরাবরেষু—

বিক্রেতা—

লিখিতং শ্রীরাজচন্দ্র দাস, পিতা ৺ হরিহর দাস, জাতি কৈবর্ত্ত, পেষা কৃষিকার্য্য, সাং লওদা, পুলিশ ষ্টেশন গাইঘাটা, জেলা ২৪ পরগণা সব ডিষ্ট্রীক্ট বসীর হাট, পরগণে উখুড়া সব রেজেষ্টরী দমদমা।

কস্য লাখেরাজ নিষ্কর ভূমির মৌরসম্বত্ব বিক্রয় কবলা পত্রমিদং সন ১২৯৯ সালাব্দে লিখিতং কার্য্যনঞ্চাগে, জেলা ২৪ পর-

পণা, পরগণে কলিকাতা, পুলিশষ্টেসন দমদমা, সবরেজেষ্টরি রাণা-ঘাটের এলাকাধীন মৌজে আলমপুরের জমীদার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল রায়চৌধুরী মহাশয়দিগের অধিকারে আমার পৈত্রিক ও স্বোপার্জ্জিত যে সমস্ত জমী জমা আছে, তন্মধ্যে গ্রামের উত্তরাংশে নিমুরায়ের জোল নামক, নিম্নের চৌহদ্দিস্থিত একবন্দ সালি জমি ১১/ বিঘা, আমি মোকাম খড়দহর শ্রীউমা-নাথ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট বার্ষিক (৩) তিন টাকা হারে খাজনা অবধারিতে মৌরসী কায়েমীপাট্টা লইয়া ঠিকা প্রজা বিলির দ্বারা এ নাগায়েত নির্ব্বিবাদে ভোগ দখল করিয়া আসি-তেছি। এইক্ষণ আমার কিছু টাকার আবশ্যক হওয়ায়, উপ-রোক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করণের ইচ্ছুক হইয়া মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব করায়, মহাশয় খরিদ করিয়া লইতে প্রস্তুত হওয়ায় নিম্নের চৌহদ্দিস্থিত কমবেশী ১১/ বিঘা জমী ও তদোপরিস্থিত আকর আওলাৎ সহ দরবস্তো হকুক এইক্ষণকার সময়োচিত মূল্য কোং (৫০০) পাঁচশত টাকা অবধারিতে মহাশয়ের নিকট বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ব হইলাম। মহাশয় অদ্য তারিখ হইতে প্রাগুক্ত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান্ ও দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া উল্লিখিত বাচস্পতি মহাশয়দিগের সরকারে আমার নাম খারিজে, নিজ নামে জমা জমী লেখাইয়া সন সন দেয় খাজনা আদায় পূর্ব্বক, পুত্রপৌত্রাদি (স্থলাভিষিক্তগণ) ক্রমে, ভোগ দখল করিতে রহেন। কস্মিনকালে আমি কি আমার ওয়ারিসন্ বা স্থলাভি-ষিক্তগণ আপনি কিম্বা আপনার ওয়ারিসন্ বা স্থলাভিষিক্তগণের নিকট কোন দাবি দাওয়া করিতে পারিব না ও পারিবে না। যদি করি কিম্বা করে, সে সর্ব্বতোভাবে বাতিল ও ঝুটা ও না

মঞ্জুর। এতদর্থে আপন খুসিতে, বিনা অনুরোধে, সুস্থ শরীরে, বহাল্ তবিয়তে, হুঁষ মেজাজে, বিলক্ষণ বুঝসমঝে, উপরের লিখিত পণবাহার, মবলগ মজকুর দস্তবদস্ত বুঝিয়া লইয়া এবং জমীর দলিলাৎ যাহা কিছু আমার নিকট ছিল, মহাশয়কে অর্পণ করিয়া, অত্র সাফ বিক্রয়-কবলা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর-তারিখ ২০শে কার্ত্তিক।

চৌহদ্দি।

আসামী জমী	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম	উত্তর
মোট ১১/ বিঘা।	উমানাথ রায়ের জমী	সরকারী রাস্তা	দিগম্বর গোষের জমী	কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের জমী

ইসাদি।

শ্রীনিমাইচাঁদ মণ্ডল।
সাং জঙ্গল।

শ্রীদিননাথ রায়।
সাং বলাগড়।

নবিসিন্দা।
শ্রীকালীকৃষ্ণ দাস।
সাং বলাগড়।

শিষ্য। প্রভো! আপনার আশীর্ব্বাদে জমীর ত বন্দবস্ত হইয়া গেল, এক্ষণে পুষ্করিণী খনন করিতে কি কি আবশ্যক হইবে, তাহা বর্ণনা করুন।

গুরু। জমীখানি যেমন ঠিক হইল, তাহার মত একটী সুবন্দবস্ত করা আবশ্যক হইতেছে।

শিষ্য। কি রূপ বন্দবস্ত প্রভো?

গুরু। কথাটা এই,—যেস্থানে পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে, সেই স্থানটী বাদ রাখিয়া বক্রী সমস্ত জমীতে একবার কি দুইবার লাঙ্গল দ্বারা চাষ দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। কেন প্রভো! যেস্থানে মাটী চাপা পড়িবে, সেই স্থানে অগ্রে চাষ দিয়া বৃথা খরচ বাড়াইবার আবশ্যক কি?

গুরু। তাহার কারণ এই যে,—পুষ্করিণী হইতে যে মাটী তুলিয়া বাগানে ছড়ান হইবে, তাহা বোধ হয় ১ বা ১॥ দেড় হস্ত উচ্চ হইবে, যদি দুই হস্ত পরিমাণে উচ্চ হয়, তাহা হইলে চাষ না দিলেও চলিতে পারে।

শিষ্য। সে কি প্রভো! এতবড় পুষ্করিণীর মাটীতে জমীখানি দুই হস্ত উচ্চ হইবে না?

গুরু। তাহা কি হইয়া থাকে বাপু! তুমি ত লেখা পড়া জান, কালি করিয়া দেখ না কেন। কত হাজার ফিট মাটী উঠিবে ও সমস্ত জমীতেই বা কত লাগিবে।

শিষ্য। তাহা সময়ানুসারে দেখা যাইবে। এক্ষণে মোটের উপর কথা এই যে, পূর্ব্বে জমীতে চাষ না দিয়া তিন ফিটের কম মাটী ফেলিয়া যদি ঘাস ইত্যাদি চাপা দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিশেষ কোন হানি হয় কি?

গুরু। বিশেষ হানি হয় বইকি! আচট জমীতে যে সমস্ত ঘাস চাপা পড়িবে, তাহা বৎসরাবধি মরিবে না, এবং যদি উলু কিম্বা কেশেঘাস থাকে, ভবিষ্যতে তাহা নিশ্চয় ফুটিয়া উপরে ভাসিয়া

উঠে। এবং আচটজমীতে ও ফেলা মাটীতে ২।৩ বৎসরেও সংলগ্ন হয় না। কারণ, পতিতজমী লোকজন ও পশু প্রভৃতির পায়ের চাপে মাটী রীতিমত জমাট বাঁধিয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! লাঙ্গল দ্বারা চাষ না দিয়া কোদাল দ্বারা চাষ দিলে কি চলিতে পারে না?

গুরু। হাঁ, হইতে পারে, বরং ভাল হয়।

শিষ্য। তবে দিরুকে এই সময় লাগাইয়া দি।

গুরু। কিন্তু দিরুকে একটা কথা বলিয়া দিও—কোদাল দ্বারা কোপাইবার সময় জংলি গাছের গোড়াগুলি যেন রীতিমত বাছিয়া ফেলে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, এক্ষণে পুষ্করিণী খননের বিষয় বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করুন।

তৃতীয় অধ্যায়।

পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা।

গুরু। পুষ্করিণী খনন করিবার জন্য, প্রথমতঃ একশত ঝুড়ি ও পঁচিশখানি কোদাল খরিদ করিয়া আনিতে হইবে। তৎপরে কোন লোক দ্বারা কোড়ার দফাদার অর্থাৎ মাটী কাটার সর্দ্দারকে ডাকাইয়া তাহার সহিত রীতিমত চুক্তি করিয়া পুষ্করিণী খননে নিযুক্ত করিতে হইবে।

শিষ্য। মাটী কাটার সর্দ্দার কোথায় থাকে তাহা আমি জানিনা, ও কাহাকেই বা ডাকিতে বলি, কেইবা তাহাকে চিনে তাহাও বলিতে পারি না। সুতরাং এ কার্য্য কিরূপে সমাধা হইবে?

গুরু। কেন, দিরে জানে, সে চাষার ছেলে, মাটী কাটা সর্দ্দারের খবর বেশ রাখে, তাহাকেই ডাকিয়া দিতে বল।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে দিরুকে ডাকাইয়া আনাই।

গুরু। কাহাকে পাঠাইবে?

শিষ্য। রাখালকে।

গুরু। ভাল, ভাল, রাখালকে পাঠাইলেই ঠিক্ হইবে।

যথা সময় দিরু, বাবুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিল, ছেলাম গো বাবু! আমাকে খবর করেছেন কেন?

বাবু। তোমাকে আর একটী কর্ম্ম করিতে হইবে। শীঘ্র একজন মাটী কাটার সর্দ্দার (যাহাকে দফাদার বলা যায়) তাহাকে ডাকিয়া আন।

দিরু। মুই না করিলে এ কাজ কে কর্‌বে বাবু! তাকে কিসের লেগে খবর কর্‌ছেন?

বাবু। আমি একটী পুষ্করিণী কাটাইব।

দিরু। বেশ, বেশ, তবে আমি একজন দফাদারকে ডেকে আন্‌ছি।

বাবু। তবে আর বিলম্ব করিও না—শীঘ্র যাও।

দিরু। ছেলাম বাবু! তবে মুই চল্লাম।

তৎপরে পুষ্করিণী সম্বন্ধীয় আর আর আবশ্যকীয় বিষয় আলোচনা হওয়ায়, গুরুদেব বলিলেন, পুষ্করিণী খনন করিবার জন্য একটী শুভদিন আবশ্যক হইতেছে।

শিষ্য। আপনি গুরুদেব, শুভ অশুভ আপনিই স্থির করিবেন, আজ্ঞা করুন, যে দিন শুভ হইবে, সেই দিনেই কার্য্য আরম্ভ করিব।

গুরু। তবে পঞ্জিকাখানা আনিয়া দাও, দিনটা স্থির করিয়া ফেলা যাউক।

শিষ্য। পঞ্জিকা আনয়ন পূর্ব্বক গুরুদেবের হস্তে প্রদান করিলেন। গুরুদেব পঞ্জিকা পাঠ করিয়া বলিলেন, উপস্থিত পুষ্করিণী খনন করিবার শুভদিন পাওয়া যাইতেছে না। অগ্রহায়ণ মাহার ৪ঠা তারিখে যে শুভদিন আছে, তাহা খুব ভাল। আমার মতে ঐ দিনে পুষ্করিণী খননের কার্য্য আরম্ভ করিলে ভাল হয়।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, আপনি যাহা স্থির করিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য।

এমন সময় দিরু, একজন দফাদারকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল; এবং বলিল, ছেলাম গো বাবু! এই দফাদার আসিয়াছে।

বাবু। বেশ, বেশ, তুমি কি পুকুর কাটার কাজ করিয়া থাক?

দফাদার। আজ্ঞা হাঁ মশাই!

শিষ্য। দফাদারের সহিত আর কোন কথা না কহিয়া, গুরুদেবকে সংবাদ দিলেন।

তৎপরে গুরুদেব বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কোই দফাদার? এই দিকে এস।

দফাদার নিকটবর্ত্তী হইয়া, প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, মশাই কি আজ্ঞা হয় বলুন।

গুরুদেব বলিলেন, তুমি কি মাটীকাটার সর্দ্দারী কাজ করিয়া থাক? তোমার নাম কি?

দফাদার বলিল, আজ্ঞা হাঁ মশাই, আমার নাম ছিষ্টিধর চৌং।

গুরুদেব বলিলেন, তুমি কি জাত বাপু?

সৃষ্টিধর। আমি দক্ষিণ-আড়ি কৈবর্ত্ত।

গুরু। ভাল, ভাল, বস, আশীর্ব্বাদ করি সুখে থাক। তামাক খাও। আচ্ছা সৃষ্টিধর! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি পারিয়া উঠিবে কি?

সৃষ্টিধর। কি কথা মশাই?

গুরু। কথা এই—আমার শিষ্য একটী পুষ্করিণী কাটাইবে, সেই কার্য্যের ভার তোমাকে লইতে হইবে।

সৃষ্টিধর। তাহার জন্য আপনাদের ভাবনা কি! আমাকে যেমন পুকুর কাটাইয়া দিতে বলিবেন, ঠিক্ সেইরূপ কাটাইয়া দিব। আমি কত বড় বড় লোকের ঝিল, পুকুর কাটাইয়া দিয়া আসিয়াছি, আপনাদের ত বোধ করি, ছোট পুকুর হইবে, তাহার জন্য চিন্তা কি? এখন দরদামে বনাবনি হলেই হয়।

গুরু। কি হিসাবে দর লইবে বল।

সৃষ্টি। আপনি বিজ্ঞলোক, আপনার কাছে আমি আর কি দর দিব মশাই!

গুরু। তাহা কি হইয়া থাকে বাপু! তোমার যাহাতে পোষাইবে, তাহাই বলিবে। আমি ব্রাহ্মণ, আমার কাছে মিথ্যা কথা কহিওনা, পাঁচ জায়গায় উচিত দর যাহা পাইতেছ তাহাই বল, আমরা দিতে প্রস্তুত আছি।

সৃষ্টিধর। আমি মিথ্যা কথার লোক নয় মশাই! এ কাজ করি আর নাই করি, ঠিক কথা বলিব। কেননা, আজকাল চালের

বাজার বড়ই আক্রা, কুলি মজুর অল্প দরে পাওয়া যায় না, লাভ করিতে এসে, শেষে কি লোক্সান্ দিয়ে যাব মশাই!

গুরু। সে কি কথা! লোক্সান্ দেবে কেন, বাপু! তুমি একজন পাকা লোক, তোমার কি কোন কার্য্যে লোক্সান হইয়া থাকে, কাঁচা লোকেরই লোক্সান হয়।

সৃষ্টিধর। আপনার আশীর্ব্বাদে তাহা না হইলেই ভাল। কিন্তু আর একটী কথা আপনাকে নিবেদন করি, যে স্থানে পুষ্করিণী হইবে, সেই পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক পাড়ের উপর কেবল মাটী কাঁড়ি করিয়া রাখিতে হইবে, না বাগানে সমস্ত ছড়াইয়া দস্তরমত সমান করিয়া দিতে হইবে?

গুরু। হাঁ, হাঁ, তাইত বলি কার্য্যের লোক না হইলে কি কার্য্যের কথা বুঝিতে পারে!

সৃষ্টিধর। আপনারা যাহা বলিবেন, তাহাই করিয়া দিব, কিন্তু ঠাকুর! তাহার মধ্যে আর একটী কথা আছে।

গুরু। কি কথা বাপু?

সৃষ্টিধর। কথাটা এই, পুকুর হইতে মাটী তুলিয়া, সমস্ত বাগানে ছড়াইয়া সমান করিয়া দিতে হইলে, তাহার মজুরী স্বতন্ত্র। মাটীর দৌড় না বুঝিয়া দর ঠিক করিতে পারিতেছি না।

গুরু। হাঁ, হাঁ, বটে, বটে! আচ্ছা, তবে কল্য বৃহস্পতি বার, বার বেলাও পড়িতে পারে, শুক্রবার দিন প্রাতঃকালে এখানে উপস্থিত হইও, আমি সঙ্গে করিয়া তোমাকে বাগানে লইয়া যাইব। মাটী কিরূপে বাগানে ছড়াইয়া ফেলিতে হইবে, তাহাও দেখাইয়া দিব। তুমি মাটীর দৌড় বুঝিয়া আপনার মজুরীগণ্ডা ধার্য্য করিয়া লইবে।

সৃষ্টিধর। যে আজ্ঞা, তবে আজ আমার আর কোন কথা নাই, আপনার কথামত শুক্রবারে আসিয়া দর ঠিক করিয়া লইব ; আজ বেলা নাই, অনেক দূরে যাইতে হইবে, প্রণাম হই, আশীর্ব্বাদ করুন।

গুরু। কল্যাণ হউক।

তৎপরে শিষ্য গুরুদেবকে বলিলেন, প্রভো! আপনি যে, দফাদারের সহিত কথা বার্ত্তা করিলেন, উহার দ্বারা এই গুরুতর কার্য্য সমাধা হইবে কি ?

গুরু। হাঁ বাপু! দফাদারটী একজন পাকা লোক, ও এ কাজের কাজী বটে, এক্ষণে তোমার ভাগ্য।

শিষ্য। কিরূপ নিয়মে দর লইবে তাহার কিছু চুক্তি হইল কি ?

গুরু। না বাপু! চুক্তি না হইবার কারণ এই যে, সে এই কথা বলিল, "মাটীর দৌড় বিবেচনায় চুক্তি হইবে" একথাটা অসঙ্গত নহে, মাটী কাটার দরচুক্তির নিয়ম ঐ রূপই হইয়া থাকে বটে। স্থানান্তরে থাকিয়া পাকা চুক্তি হইতে পারে না, সারে জমীতে উপস্থিত হইয়া মাটীর বৌনি বিবেচনায় দর চুক্তি হইলে ভবিষ্যতে আর কোন গোলযোগ করিতে হইবে না। তজ্জন্যই তাহাকে শুক্রবারে প্রাতঃকালে আসিতে বলিয়াছি, সেই দিনে সকলে বাগানে উপস্থিত হইয়া, সকল কার্য্যের মীমাংসা করিয়া ফেলিব। তুমি কিছু টাকা, ও আট আনা দামের ষ্ট্যাম্প এক খানা সংগ্রহ করিয়া রাখ।

শিষ্য। টাকার যোগাড় একরকম করা হইয়াছে, তবে ষ্ট্যাম্প খানা আনাইতে হইবে। আর অন্য যাহা

আবশ্যক, তাহা এই সময় বলুন, তাহাও আনাইয়া রাখিব।

গুরু। ভাল কথা মনে পড়েছে বাপু! কিছু বেটের দড়ি আনাইতে হইবে।

শিষ্য। বেটের দড়ি কেন প্রভো?

গুরু। হায় আমার অদৃষ্ট! বেটের দড়ি কি হইবে তাহাও জান না। দড়ি ফেলিয়া জমীর অংশ করিয়া, পুষ্করিণীর স্থান নির্ণয় করিতে হইবে। এবং পুষ্করিণীর সূত্রপাত করিতেও কিছু দড়ির আবশ্যক হইয়া থাকে।

শিষ্য। তাহার অভাব কি প্রভো! চিন্তের মা দিবারাত্র বেটে কাটে, প্রাতঃকালে রাখালকে পাঠাইলেই আনিয়া দিবে। তবে ষ্ট্যাম্প খানার জন্যই বড় গোলযোগ দেখিতেছি। ভেণ্ডার ত নিকটে নাই, যে শীঘ্র আনাইয়া দিব, এখান হইতে প্রায় এক ক্রোশ যাইতে হইবে, ষ্ট্যাম্প না হইলে কি চলিতে পারে না?

গুরু। না বাপু! ষ্ট্যাম্পখানি বিশেষ আবশ্যক হইতেছে, কেন না, দফাদারকে অগ্রিম কিছু টাকা দিতে হইবে, আজ কাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে হটাৎ কাহাকেও বিশ্বাস করা যায় না, পাকা বন্দবস্ত না করিয়া কোন কার্য্যে ব্রতী হইলে ভবিষ্যতে গোলযোগে পড়িতে হয়, তজ্জন্য বলিতেছি যে, একখানি আট আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প আনাইয়া দফাদারকে যে অগ্রিম টাকা দেওয়া হইবে, তাহার রসিদ ও এগ্রিমেণ্ট পত্র লিখিয়া লইতে হইবে।

শিষ্য। তবে ত ষ্ট্যাম্প খানার বিশেষ আবশ্যক দেখিতেছি, সুতরাং কল্য প্রাতঃকালে আমি নিজে গিয়া খরিদ করিয়া

আনিব। আর আপাততঃ কল্য কত টাকার আবশ্যক হইবে, তাহা বলিয়া দিন, আমি মজুত করিয়া রাখিব।

গুরু। পঞ্চাশ টাকা।

তৎপরে শুক্রবার দিন সৃষ্টিধর আসিয়া গুরুদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, ঠাকুর মহাশয়! আশীর্ব্বাদ করুন।

গুরু। এস বাপু! সুখে থাক।

সৃষ্টিধর। তবে আজ মাটী কাটার দরটা চুক্তি করিয়া দিবেন কি?

গুরু। হাঁ তার আর দুই কথা আছে কি! চল তবে বাগানে যাই। আর এই দড়ি ও কাটারীখানি লইয়া অপর একজন লোক ডাকিয়া সঙ্গে করিয়া লও।

সৃষ্টিধর। আচ্ছা, আপনারা অগ্রসর হউন, আমি সমস্ত যোগাড় করিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছি।

গুরু। তবে শীঘ্র এস, বিলম্ব করিও না।

সৃ। যে আজ্ঞা, চলুন।

ক্ষণেক পরে সকলে বাগানে উপস্থিত হইয়া, জমী দীর্ঘে প্রস্থে মাপ করতঃ, পুষ্করিণীর স্থান চিহ্নিত করিলেন, এবং যথা রীতিতে পুষ্করিণীর সূত্রপাত করিয়া, গুরুদেব বলিলেন, এই ত বাপু! পুষ্করিণীর সূত্রপাত হইয়া গেল, এক্ষণে সৃষ্টি-ধরের সহিত মজুরীর চুক্তি হইলেই কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে।

সৃ। দরের বিষয় ত চুক্তি হইবেই, কিন্তু অগ্রে কিছু টাকা দিতে হইবে ঠাকুর!

গুরু। তাহার জন্য চিন্তা নাই, পাবে—পাবে।

স্থ। না তাই অগ্রে বলিয়া রাখিতেছি। তবে পুকুর কাটার সমস্ত মাটী কিরূপে ফেলিতে হইবে, তাহা বিস্তারিত রূপে বলিয়া দিউন।

গুরু। পুষ্করিণী হইতে যে সমস্ত মাটী উঠিবে, তাহা এমন ভাবে বাগানে ফেলিতে হইবে যে, যেন উচু নিচু সমস্ত জমী ভরাট হইয়া সমান হয়।

স্থ। তাহার জন্য আপনাদের কোন চিন্তা নাই, আমি সমস্তই ঠিক্ করিয়া দিব। কিন্তু আর একটী কথা নিবেদন করি এই যে, পুকুরের ঢাল কিরূপে মানাইতে হইবে?

গুরু। হাঁ বাপু! ভাল কথা মনে করিয়াছ বটে,—পুষ্করিণীর ঢাল বেশী পরিমাণে থাড়া করা হইবে না, কারণ, বাগানের মধ্যস্থলের পুষ্করিণী, চারিদিকে গাছপালা, শাকশবজী করিলে, তাহাতে যথা সময়ে জল দিতে হইবে, তজ্জন্যই একটু বেশী পরিমাণে গড়ানে ঢাল করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। এক ফুটে সওয়া দুই ফিট ঢাল রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! একফুটে সওয়া দুই ফিট ঢাল রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছিনা।

গুরু। এক ফুট গভীর স্থানে সওয়া দুই ফিট ঢাল থাকিলে তাহাকে এক ফুটে সওয়া দুই ফিট ঢাল কহে।

স্থ। যে আজ্ঞা, ওরূপ কার্য্য অনেক স্থানেই করিয়াছি। এক্ষণে দেখিতেছি যে, মাটীর বৌনি অনেক পড়িবে, চতুর্দ্দিকের দূরতা স্থির করিয়া একটা চুক্তি করিলে ভাল হয়।

গুরু। তুমি এককালে ঠিক করিয়া বল, পরে যেন দশ জনে অন্যায় না বলে।

স্থ। গভীর কত ফুট করিতে হইবে।

গুরু। এ সকল স্থানের প্রথা যেরূপ সেইরূপ করিতে হইবে।

স্থ। এ সকল স্থানে এক রকম নিয়মে পুষ্করিণী খনন করা হয় না। যে পুষ্করিণী এক বিঘা কি দেড় বিঘা হইবে, তাহার গভীর ১৫।১৬ ফিট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এ পুষ্করিণীর গভীর ২০ ফিট না করিলে চলিবে না, যেহেতু মাপে দুই বিঘা পুষ্করিণী হইতেছে। আর এককথা, আমরা এক নিয়মে কার্য্য না করিয়া ২।৩ নিয়মে করিয়া থাকি। যথা, উপর হইতে ৫ ফিট গভীর পর্য্যন্ত এক দর। ৫ ফিটের নিচে ১০ ফিট পর্য্যন্ত উপরের দেড়া দর। ১০ ফিটের নিচে হইতে ১৫ ফিট পর্য্যন্ত উহারও দেড়া দর। ১৫ ফিট হইতে ২০ ফিট পর্য্যন্ত তাহারও দেড়া দর। আর এক রকম পৃথক্ নিয়ম, আগাগোড়া একদর।

গুরু। হাঁ বাপু! তোমার পুষ্করিণী খনন প্রণালী আমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি। তন্মধ্যে আগাগোড়া দরের কথা যাহা উল্লেখ করিলে, তাহাতেই আমাদের মত আছে, তুমি সেইরূপ দর ঠিক করিয়া পাকা বন্দবস্ত করিয়া লও।

স্থ। তাই ভাল ঠাকুর! ঢাল ছাড়া প্রতি হাজার ফিট (যাহাকে একটী পাকা চৌকা বলা যায়) তাহা ৩৲ (তিন) টাকায় কমে করিতে পারিব না। আর ঢাল মানান, ঘাস বসান, প্রতি হাজার ফিট ৪৲ টাকার হিসাবে পড়িবে।

গুরু। আচ্ছা বাপু, তাহাই পাইবে, কিন্তু কার্য্যগুলি যেন বেশ পরিষ্কাররূপে করা হয়। আর কত দিনের মধ্যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতে পারিবে ?

স্থ। তাহার জন্য আপনাদের কোন চিন্তা নাই, পরে দেখিলেই জানিতে পারিবেন। আর দুই মাসের মধ্যে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া দিব।

গুরু। তবে আর আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, টাকার যদি কিছু আবশ্যক হয় অগ্রে লইতে পার।

স্থ। যে আজ্ঞা, টাকার বিশেষ আবশ্যক হইবে বইকি, আপাততঃ কোড়াদিগকে অন্ততঃ ২।১ টাকা করিয়া অগ্রিম দিতে হইবে।

গুরু। তবে বাটীতে চল, আপাততঃ পঞ্চাশ টাকা দিব।

স্থ। যে আজ্ঞা, তবে চলুন।

তৎপরে গুরুদেব বাটী আসিয়া স্থষ্টিধরকে কহিলেন, এই পঞ্চাশটী টাকা অগ্রিম লইয়া দুই মাস মেয়াদে একখানি এগ্রিমেণ্ট পত্র লিখিয়া দাও।

স্থ। তাহা ত উভয়েরই পক্ষে ভাল। কিন্তু দরদাম গুলি একটু পাকা করিয়া লেখা পড়া করিলেই ভাল হয়। আর বাকী টাকাটা কয় ওয়াদায় পাইব তাহার একটা ঠিক হওয়া চাই।

গুরু। তাহা সমস্তই ঠিক হইবে বইকি।

স্থ। তবে আর আমার কোন আপত্য নাই।

গুরু। তবে এগ্রিমেণ্ট পত্র লেখা হউক, তুমি সহী করিয়া দিও।

স্থ। যে আজ্ঞা, লেখা হউক।

শ্রীশ্রী৺কালী মাতা-
শ্রীচরণ ভরসা।

শ্রীসৃষ্টিধর চৌং।
সাং গৌরীপুর।

এগ্রিমেণ্ট পত্র।

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র ঘোষ, পিতা ৺ ঠাকুরচরণ ঘোষ, জাতি কায়স্থ, পেসা কৃষিকার্য্য ও জমীজমার উপস্বত্বভোগী, সাং বলাগড়, জেলা ২৪ পরগণা, পরগণে আমিরাবাদ, ডিষ্ট্রীক্ট আলিপুর, সব ডিঃ বারাসত, পুলিশষ্টেসন ও সব রেজেষ্টরী দমদমা। মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীসৃষ্টিধর চৌং, পিতার নাম ৺ গৌরগোবিন্দ চৌং, জাতি কৈবর্ত্ত, পেসা মাটীর কার্য্য, সাং গৌরীপুর, জেলা ২৪ পং পরগণে আনরপুর, ডিষ্ট্রীক্ট আলিপুর, সব ডিষ্ট্রীক্ট বারাসত, পুলিশ-ষ্টেসন ও সব রেজেষ্টরী দমদমা।

কস্য পুষ্করিণী খননের এগ্রিমেণ্ট চুক্তিপত্র মিদং সন ১২৯৯ সালাব্দে লিখিতং কার্য্যানঞ্চাগে আমি আপনার নূতন বাগানের মাটীর কার্য্য অর্থাৎ পুষ্করিণী খনন এবং ঐ সমস্ত মাটী, সামুদায়িক বাগানক্ষেত্রে চৌরসকার্য্য করণাভিপ্রায়ে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া, মাটী কাটাই, ঢোলাই এবং ছড়ান প্রতি হাজার ফিট মজুরী ৩৲ (তিন) টাকা ও ঢালমানান, ঘাস বসান ৪৲ হিঃ অবধারিত করিয়া, অত্র এগ্রিমেণ্টপত্র লিখিয়া, প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, দুইশত ফিট লম্বা এবং দেড়শত ফিট চৌড়া এবং কুড়ি ফিট গভীর এই পুষ্করিণীর মাটী সমস্ত অদ্য হইতে দুই মাসকাল মধ্যে

জন মজুর, কোড়া লাগাইয়া কাটাইয়া লেবেল করিয়া দিব, মাটী কাটিতে এবং ঢোলাই করিতে, ঝুড়ি এবং কোদাল ও সিউনি তক্তা ও রসী যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, তাহা মহাশয়ের সরকার হইতে পৃথক পাইব। ইহা ব্যতীত মহাশয়ের অন্য কোন খরচ লাগিবেক না, তবে মাটী কাটার কোড়াদিগের জলখাবার ও তামাক পৃথক্ সরকার হইতে নিত্য পাইব। ৵ না করুন, যদি পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে আকাশের বৃষ্টিপাত হইয়া খাদে জল হয়, কিম্বা সরানি জল চৌকা হইতে নির্গত হয়, তাহা আমি নিজ খরচে সেচাই করিয়া কার্য্য সমাধা করিয়া দিব। দুই মাস মেয়াদ মধ্যে প্রাগুক্ত মাপমত পুষ্করিণী সমস্ত কাটিয়া বাগানসমুহে সমস্ত মাটী ছড়াইয়া ফিট করিয়া না দিই, তবে মেয়াদান্তে হজুর, আমার নিকট খেসারতের দাবী করিতে পারিবেন, এবং হজুরের যে কোন ক্ষতি খেসারত হইবে, তাহা আমি দিতে বাধ্য হইব। মজুরির টাকা যাহা কিছু হইবে, তাহা পাঁচ ওয়াদায় লইব। এবং যখন যে টাকা পাইব, তাহা পৃথক হাত চিঠায় উঠাইয়া দিবেন, পুষ্করিণী খনন শেষ হইলে আগাগোড়া মাপ করিয়া সমুদায়ই টাকা চুকাইয়া লইব, এই করারে সমস্ত কার্য্য বুজ সমুজে অদ্য অগ্রিম ৫০৲ (পঞ্চাশ) টাকা পৃথক্ হাতচিঠাতে উঠাইয়া লইয়া, এই এগ্রিমেণ্ট পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর-তারিখ ৪ঠা অগ্রহায়ণ।

নবিসিন্দা। ইসাসী।

শ্রীরাধারমণ সরকার।	শ্রীহরেকৃষ্ণ নন্দী।	শ্রীনন্দলাল ঘোষ।
সাং গৌরীপুর।	সাং উলা।	সাং তেঘরিয়া।

চতুর্থ অধ্যায়।

বেড়া দিবার প্রণালী।

শিষ্য। প্রভো! পুষ্করিণী খননের যেমন সুবন্দবস্ত করিলেন, তেমনি বাগানের একটি সুবন্দবস্ত করিয়া দিন।

গুরু। তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই, চতুর্দ্দিকে অগ্রে বেড়া দেওয়া হইয়া যাউক।

শিষ্য। প্রভো! আমি আনরপুর মোকামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সেখানে দেখিলাম, কোন বাগানেই বেড়া দেওয়া নাই, কেবল চতুর্দ্দিকে পগার কাটা মাত্র আছে, তদ্রূপ পগার কাটিলে কি চলিতে পারে না?

গুরু। আমিও তাই বিবেচনা করিতেছি যে, পগার কাটা ভাল বটে, কিন্তু তাহাতে ২।৩টা অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ এক অসুবিধা এই যে, অনেক জমী নষ্ট হইয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ যেসমস্ত গাছ ধারে বসান হয়, তাহা রীতিমত বৃদ্ধি হয় না। আর চির-স্থায়ী বেড়া দিতে হইলে, (জেওল, ভ্যারেণ্ডা, সজিনা ও হিজোল-ডাল) এই সমস্ত গাছ বসাইতে হয়, কিন্তু ক্রমে তাহারা বড় হইলে, আওতা প্রযুক্ত কিয়দ্দংশ জমী নষ্ট করিতে পারে; আর যতদূর পর্য্যন্ত উহাদিগে শিকড় বিস্তারিত হইয়া যায়, ততদূর পর্য্যন্ত জমীর স্বত্ত্ব শোষণ করে।

শিষ্য। তবে অন্য কোন উপায় দ্বারা বেড়া দেওয়া যাইতে পারে না কি?

গুরু। উপায় আছে বই কি। কিন্তু প্রতি বৎসর বৃথা কতকটা খরচ করিয়া নূতন বেড়া দিতে হয়।

শিষ্য। প্রভো! আপনি এ পর্য্যন্ত যত বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, সমস্তই আমার পক্ষে হিতজনক, চাষ আবাদ, বাগান পুষ্করিণী ইত্যাদি কোন বিষয়েই আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই, আজ সামান্য বেড়া বাঁধিয়া যে অনর্থক অর্থ ব্যয় হইবে, তাহা আমার মনে তিলার্দ্ধ স্থান পাইতেছে না, অবশ্যই এমন কোন কারণ উদ্ভাবন হইতে পারিবে যে, ভবিষ্যতে তাহা পূরণ হইয়া যাইতে পারে।

গুরু। বেড়া বাঁধা নানা প্রকার উপায় দ্বারা হইতে পারে, তন্মধ্যে বাঁশের খোবা ও বাখারী দিয়া যে সকল বেড়া বাঁধা যায়, তাহা উপস্থিত ভাল দেখিতে হয় বটে, কিন্তু প্রতি বৎসর নূতন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয় এবং খরচাও অধিক পড়িয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! আমি কোন কোন সংবাদ পত্রে নর্শরির বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছি যে, এক রকম অসেজ অরেঞ্জ বেড়ার বীজ আছে, ঐ বীজ আনাইয়া বাঁশের বেড়ার ধারে বপন করিলে, ভবিষ্যতে ভালরূপ বেড়া তৈয়ারি হইতে পারে না কি?

গুরু। হাঁ, কোন কোন নর্শরিতে অসেজ অরেঞ্জ বেড়ার বীজ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার নিয়ম পৃথক রূপ; অসেজ অরেঞ্জের বেড়া ফুল বাগানে দিলে বড়ই শোভা হয়, এরূপ (বাউণ্ডরীতে) দেওয়া ভাল হয় না। আর এক কথা, অসেজ অরেঞ্জের বীজ অঙ্কুরিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, মাঘ ফাল্গুন মাসে বীজগুলি গরম জলে ভিজাইয়া অনেক রকম তাকতদ্বির করিতে পারিলে যথাসময়ে কতক অংশ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। যদিও অসেজ অরেঞ্জের বেড়া দেখিতে অতিশয় সুন্দর হয় বটে, কিন্তু গাছগুলি বড় হইয়া বেড়ায় পরিণত হইতে বহুদিন লাগে,

এবং সকল স্থানে ব্যবহার যোগ্য নহে। যেরূপ বেড়া দিলে গরু, ছাগল ও দুশ্চরিত্র মনুষ্যদিগের উৎপাত নিবারণ হইতে পারে, সেইমত বেড়া এই বাগানে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আম্র ও লিচুর কলম, নারিকেল ও সুপারি ইত্যাদি গাছ, এবং নানা-প্রকার (কফি) বিলাতী ও দেশী শাক্ শবজী যাহাতে সতত‍ই নিরাপদে রক্ষা হইতে পারে, তদ্বিষয়ই যুক্তি স্থির করা আমার আন্তরিক ইচ্ছা। বহুকষ্টে, অনেক যত্ন সহকারে চারা সকল রোপণ করিয়া, একরকম আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্তান সন্ততির মত লালন পালন করিয়া, আশানুযায়ী ফল গ্রহণ করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে আনন্দের সীমা থাকে না, তাহা যদি উক্তরূপ বিবিধ প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহাতে উৎ-কট মনোবেদনা অবশ্যই উৎপন্ন হইতে পারে। তজ্জন্যই বলি-তেছি যে, অসেজ অরেঞ্জের বেড়া না করিয়া, এক রকম দেশী একেসিয়া চায়নান্‌সিস্ নামক গাছ আছে, তাহার বীজে চারা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, গাছগুলি বড় হইতেও অধিক দিন লাগে না, প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে বেড়াতে সংলগ্ন হইয়া রীতিমত আবর্জ্জন কারক হইয়া উঠে। দেখিতে সুন্দর, কার্য্যেও বেশ ফলদর্শে, এবং চিরস্থায়ী বলিলেও অসঙ্গত হয় না। মূল্যও সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

শিষ্য। প্রভো! একেসিয়া চায়নান্‌সিস্ গাছের বীজ কি প্রকারে বপন করিতে হইবে, তাহা আমি জানি না।

গুরু। একেসিয়া চায়নান্‌সিসের বীজ যথা সময়ে একবার রীতিমত অঙ্কুরিত হইয়া যদি বেড়ায় সংলগ্ন হয়, আর কোন উপদ্রবের ভয় থাকিবে না। প্রথমতঃ বাঁশ কাটিয়া খোবা ও

বেখারী প্রস্তত করতঃ, তাহা দ্বারা ভালরূপে বেড়া দিয়া, উহার পার্শ্বে সারিমত বীজ বপন করিতে হয়, পরে দুই বৎসর গত হইয়া গেলে, আর বাঁশের বেড়া রাখিবার আবশ্যক হইবে না। তবে উহার মধ্যে মধ্যে ২।১টী বাঁশের খুটিমাত্র পুতিয়া বাখারীর বাতা দিলেই রীতিমত বেড়া হইয়া যাইবে। যখন গাছ সমস্ত বহু শাখা পল্লব বিস্তারিত করিয়া চতুর্দ্দিক জঙ্গলময় করিয়া ফেলিবে, তখন খুব বড় কাঁচি বা কাটারীর দ্বারা উহার মাথা ছাঁটিয়া দিলে, তাহাতে গাছ সকল বিলক্ষণ মোটা হইয়া পড়ে, এমন কি ৩।৪ বৎসরের মধ্যে খুব মজবুত চিরস্থায়ী বেড়া হয়। তন্মধ্যে আর একটী কথা আছে বাপু! বৎসরান্তে অর্থাৎ প্রতি কার্ত্তিক মাসে (ফুল অবস্থায়) উহার মাথা ছাঁটিয়া না দিলে বড় লম্বা হইয়া পড়ে, এবং বীজ সমস্ত পাকিয়া চতুর্দ্দিকে পড়িয়া যায়, সুতরাং ঐ বীজের চারা অধিকন্তু বাহির হইয়া আসপার্শ্বের অনেক খানি জমী জঙ্গলময় করিয়া তুলে, নতুবা আর কোন দোষ উহাতে লক্ষিত হয় না।

শিষ্য। ঐ বীজ কত পরিমাণে আনাইলে সমস্ত জমী ঘেরা হইতে পারে?

গুরু। তাহার কোন স্থিরতা নাই, তবে জমীর চতুর্দ্দিক বা (যে পর্য্যন্ত বেড়া দেওয়া আবশ্যক হইবে), তাহা অগ্রে মাপিয়া পরিমাণ মত বীজ আনাইতে হইবে। কিন্তু ঐ বীজ বপন করিবার প্রশস্ত সময় এক্ষণে নহে। মাঘ মাসের শেষ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বপন করিতে পারা যায়। শীতকালে ঐ বীজ বপন করিলে সমস্ত অঙ্কুরিত হইবে না, বৃথা পণ্ডশ্রম ও খরচান্ত হইয়া পড়িবে। তবে আপাততঃ সামান্য খরচ করিয়া, বাঁশের

বেড়া দিয়া রাখিতে পার—তাহাই বা এক্ষণে কেন—যখন অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই মাস পুষ্করিণী কাটা হইতেছে, চতুর্দ্দিকে লোক জন ছুটাছুটী করিয়া মাটী ফেলিতেছে, তখন তাহার মধ্যে বেড়ার কার্য্য আরম্ভ করিয়া বৃথা একটা গোলযোগ করা উচিত নহে। বড় বেলা হউক, জন মজুর খাটাইতে বড়ই সুবিধা হইবে, দশ টাকার স্থানে সাত টাকায় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যইবে।

শিষ্য। প্রভো! আপনার আশীর্ব্বাদে আমার নিয়তই মঙ্গল হইতেছে। সংসারের সার, ইহ-পর-কালের সার, ইত্যাদি সকল কার্য্যেরই সার আপনি—আপনার মুক্তকণ্ঠ, পবিত্র দেহ, অটল স্নেহে শীষ্যবর্গকে রক্ষা করিতেছেন; আমার সম্বল কিছুই নাই, একমাত্র আপনার শ্রীচরণই সম্বল, সুতরাং আপনাকে উপহার দিবার এমন বস্তু কিছুই নাই। আপনার অনন্ত যুক্তি, দুশ্চ্ছেদ্য কৌশল, মেঘাচ্ছাদিত প্রভাকরের ন্যায় সময়ে সময়ে রশ্মি বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে; রাজা প্রজা পাপী তাপী সকলেই তদ্দর্শনে উর্দ্ধমুখে আপনার গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, দয়া মায়া শ্রদ্ধা ভক্তি আপনাতে যেরূপ সততই লক্ষিত হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। এক্ষণে অধিক বেলা হইয়াছে, সন্ধ্যা ও পূজার আয়োজন করিয়া দিই, আপনি তৎকার্য্য ব্রতী হউন।

গুরু। আচ্ছা বাপু! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সকল কার্য্যেই মঙ্গল হউক।

ক্ষণেক পরে শিষ্য, গুরুদেবকে বলিলেন, এক্ষণে বেড়া বাঁধার কার্য্য বন্ধ রাখিয়া দেওয়াই কি ভাল প্রভো?

গুরু। ভাল মন্দ আমার পূর্ব্ব কথানুসারে অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ। যদি কোনরূপ উপদ্রব নিবারণ ও সীমা বজায় জন্য নিতান্তই বেড়া দিবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আপাততঃ কোনরূপ আলাপালা দ্বারা সামান্য বেড়া দিয়া এই দুই মাস কাটাইয়া দিতে পার, পরে মাঘ ফাল্গুনমাসে নূতন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে তাহাই করা যাইবে।

এইরূপে গুরুশিষ্যে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় ডাক হরকরা আসিয়া, গুরুদেবের শিরোনামীয় পত্র একখানি শিষ্যের হস্তে অর্পণ করিল। পত্রখানির মর্ম্ম এই যে, "গুরুদেবের ব্রাহ্মণী জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, অতএব সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া যত শীঘ্র তিনি বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে পারেন ততই ভাল" এইরূপ পত্র পাইয়া গুরুদেব বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সুতরাং গুরুদেব বাটী যাইবার জন্য নিতান্তই উৎসুক হইয়া শিষ্যকে বলিলেন,—এক্ষণে আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, বাটীতে বড়ই বিপদ উপস্থিত, ব্রাহ্মণী পীড়িতা হইয়াছে।

শিষ্য। তাহার জন্য আপনি বিশেষ উতলা হইবেন না, জগদীশ্বর নিয়তই আপনার সাপেক্ষ—তাঁহার কৃপায় যেরূপেই হউক অবশ্যই তিনি আরোগ্য হইবেন।

গুরু। তাই বাপু তোমাদিগের কল্যাণে শীঘ্র আরোগ্য হইলেই ভাল হয়। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হইয়া সুখে কাল যাপন কর।

শিষ্য। তবে এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, যে দুইমাস পুষ্করিণী খনন করা হইবে, ঐ দুই মাস গত হইলেই যত শীঘ্র

ঐ বাটীতে পদার্পণ করিতে পারেন, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টিত থাকিবেন। কারণ, আমি অনেক বিষয়েই অনভিজ্ঞ, যাহা কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহাও আপনার অনুগ্রহে, অতএব প্রভো! এই উদ্যান সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রস্তাবনা যাহা আলোচনা হইল না, তাহা যেন অতি সত্বরেই শ্রুতিগোচর হয়।

গুরু। সে কি কথা! বাটীর অবস্থা একটু ভাল দেখিলেই আমি আসিয়া এখানে উপস্থিত হইব; উদ্যান সম্বন্ধীয় কথা বড় ছোটখাট নহে—সম্প্রতি পুষ্করিণী খনন করিতেই দুইমাস লাগিয়া গেল, আবার ফল ফুল শাক শবজী বাঁধা আওলাৎ করিতে কত দিন লাগিবে, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না, তাহাতে আমি নিশ্চিন্ত থাকিলে তুমি কি পারিয়া উঠিবে বাপু! সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই—আমি সমস্ত কার্য্যেই সুচারুরূপে ব্যবস্থা করিয়া দিব। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস পুষ্করিণী খনন হইবে, ফলতঃ ঐ সময় কোন কার্য্যেরই সুবিধা করিতে পারা যাইবে না, এবং আমারও বাটীতে একটা বিপদ উপস্থিত।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে আর আমার এক্ষণে কোন কথা নাই, যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করুন।

গুরু। যাহা হউক, এ সময় বড়ই উপকার করিলে বাপু, আর টাকার জন্য বড় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না, জগদীশ্বর রক্ষা করিয়াছেন, তোমার সকল কার্য্যেই উন্নতি হউক, উদ্যম, সাহস উভয় পদার্থ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হউক।

তৎপরে, গুরুদেব বাটীতে চলিয়া গেলেন। এ দিকে শিষ্য গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে পুষ্করিণী খনন যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

দফাদারের সহিত হিসাব নিকাস।

পুষ্করিণী খনন শেষ হইতে না হইতে গুরুদেব বাটী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। শিষ্য সবিশেষ কুশল জ্ঞাত হইয়া যথোচিত অভ্যর্থনাও করিতে ক্রটী করিলেন না। তৎপরে দুই এক দিন গত হইয়া গেলে, পূর্ব্বমত উদ্যান সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় সৃষ্টিধর আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, ঠাকুর মহাশয় আপনার বাটীর সকলে ভাল আছেন ত? উপস্থিত যাঁহার বেয়ারাম হইয়াছিল, তিনি কেমন আছেন?

গুরু। হাঁ বাপু! এক রকম সকলে প্রাণগতিক ভাল আছে, ব্রাহ্মণী বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, সম্প্রতি আরোগ্য লাভ করিয়াছে, তোমার পুষ্করিণী খনন কার্য্য কত দূর শেষ হইল?

সৃষ্টি। আপনার আশীর্ব্বাদে তাহা প্রায় এক রকম শেষ হইয়াছে, তবে বাগানের স্থানে স্থানে অল্প মাটী চৌরস হইতে যাহা বাকী আছে, তাহা বোধ হয় ২।৪ দিনের মধ্যেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে।

গুরু। ভাল, ভাল, শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি পুত্র পৌত্রাদি লইয়া সুখে থাক। কল্য প্রাতঃকালে তুমি নিজে বাগানে উপস্থিত থাকিবে, কার্য্য সমস্ত কিরূপ হইয়াছে তাহা আমরা দেখিতে যাইব।

সৃষ্টি। যে আজ্ঞা, প্রণাম, তবে এক্ষণে আমি চলিলাম।

গুরু। এস বাপু!

তৎপরদিন গুরুশিষ্যে বাগান দেখিতে চলিয়া গেলেন; এবং তথায় উপস্থিত হইয়া বাগানের চতুর্দ্দিক ও পুষ্করিণী খনন কার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সৃষ্টিধর, পুষ্করিণী ও উদ্যানাদি সম্বন্ধীয় কার্য্য যাহা করিয়া রাখিয়াছে, তাহা এক রকম নিখুঁৎ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং গুরুদেব কোন কার্য্যেই প্রায় দোষ ধরিতে পারিলেন না।

সৃষ্টি। কেমন প্রভো, সমস্ত ঠিক হইয়াছে ত?

গুরু। হাঁ, সমস্তই ঠিক হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব কোণে যাহা সামান্য একটু গোলযোগ দেখিয়া আসিলাম, তাহা বোধ হয়, তোমাদের দোষে হয় নাই, জমীটাই পূর্ব্বে বড়ই নাবাল ছিল। যাহা হউক, তাহাতে বড় দোষ নাই, কার্য্যগুলি বড় পসন্দসই হইয়াছে। এক্ষণে যে কার্য্যটুকু বাকী আছে সত্বরই সারিয়া ফেল, তোমার হিসাব নিকাস হইবে। এক্ষণে আমরা চলিলাম।

তৎপরে, ২।৪ দিনের মধ্যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। দেখিতে সুন্দর, অতি পরিপাটীতে যে কার্য্যগুলি সম্পন্ন হই-য়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সৃষ্টিধর আপনার কার্য্যের হিসাব নিকাস করিবার জন্য বড়ই উতলা হইল; আর বিলম্ব করিতে পারিতেছে না, কোড়ারা নিয়তই টাকা চাহিতেছে, যদিও কাহার বেশী টাকা পাওনা হইবে না বটে, তথাচ যাহা প্রাপ্য হইবে, তাহার জন্যই দফাদারকে জ্বালা-তন করিতেছে, কি করে, গরীব লোক, দারুণ দুর্ভিক্ষ, দেশে চাষ আবাদ তত ভাল হয় নাই, পরিবারবর্গ উদর পুরিয়া আহার পাইতেছে না, ঘন ঘন দেশ হইতে পত্র আসিতেছে, সুতরাং সামান্য টাকার জন্য বড়ই উতলা।

এ দিকে গুরুশিষ্যে উদ্যান সম্বন্ধীয় আর আর বিবিধ প্রকার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। পুষ্করিণী ও জমী মাপ করিতে সময় পাইতেছেন না, সুতরাং অন্যান্য কার্য্য স্থগিত রাখিয়া অগ্রে দফাদারের সহিত হিসাব নিকাস করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। মাঘ মাসের ৫।৭।১০ দিন হইয়া গিয়াছে, শুভ দিন শুভলগ্নে বাগানে যাত্রা করিয়া, গুরুদেব দফাদারকে বলিলেন, এই ফিতাটা লইয়া সমস্ত মাপ কর। দুইজনে রীতি-মত ফীতা ফেলিবে, যেন কোনদিকে গোলযোগ না থাকে।

গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে, পুষ্করিণী নিম্ন লিখিত নিয়-মানুসারে মাপ হইতে লাগিল। দীর্ঘের দুইদিক্, নীচে উপর, চারি মাপ একত্রিত করিয়া, মোট চতুর্থ অংশের এক অংশ ধরিয়া লইলেন, এবং প্রস্থেও ঐ রূপ তলা উপরের চারি মাপ একত্রিত করিয়া মোট চতুর্থ অংশের এক অংশ ধরিয়া এবং গভীরে তিন স্থানে তিনটী মাপ দিয়া একত্রিত করতঃ উহার তিন অংশের এক অংশ লইয়া কালি করা হইল। তাহাতে জানা গেল যে, সৃষ্টিধরের মোট ৩৩৭৷৵৫ টাকা পাওনা হইয়াছে। যাহা হউক সৃষ্টিধর পূর্ব্বে যাহা ক্রমশঃ খরচ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা উহা হইতে বাদ দিয়া বাকী টাকা প্রাপ্ত হইল। আর ৫৲ টাকা পুরস্কার স্বরূপ পাইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৃহাদি নির্ম্মাণের স্থান নির্ণয়।

পুষ্করিণী খনন শেষ হওয়ায় শিষ্য গুরুদেবকে বলিলেন, মহাত্মন্! ইহ জগতে বৈষয়িক উপার্জ্জনের প্রণালী শিক্ষা করিতে সকলেই উৎসুখ, কিন্তু সৎশিক্ষাভাবে উপার্জ্জন করা দূরে থাক্ আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এই দেখুন, চাষ আবাদ পুষ্করিণী খনন করিতে আমি কত টাকা ব্যয় করিতেছি, তাহা সৎশিক্ষারই প্রভাবে, সৎশিক্ষাই আমাকে, উপার্জ্জনের পথ প্রদর্শন করাইয়া দিতেছে, যতই কেন আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই না, ততই সৎশিক্ষা আমাকে দ্বিগুণতর লাভ দেখাইয়া দিতেছে। অতএব সৎশিক্ষা উপার্জ্জনের মূলভিত্তি মানবীয় সংস্কারের সহিত জড়িভূত থাকায় শাখা প্রশাখা অটল ভাবে রহিয়াছে। সহসা কুসংস্কার বায়বীয় প্রবলতায় ছিন্ন করিতে পারে না; যেমন শাখা তেমনই সতেজিত থাকে। সুতরাং আশাতীত ফল লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। যাহা হউক, দেব! পুষ্করিণী খনন সম্বন্ধে যেমন সৎশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তদ্রূপ উদ্যান সম্বন্ধে সৎযুক্তি প্রদান করিয়া সুখী করুন।

গুরু। উদ্যান সম্বন্ধীয় কথা বড়ই প্রীতিকর। যেমন শুনিতে মধুর তদ্রূপ ফলপ্রদ; ফলের বাগান যেমন ফুলের বাগানের সমতুল্য, তেমন ফুলের বাগান ফলের বাগানের সমতুল্য, কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে পারে না, ফলের বাগানে যেমন দশটাকা লাভ হইয়া থাকে, ফুলের বাগানেও সেইরূপ দশ

টাকা লাভ হইয়া থাকে। উভয়ই প্রীতিকর ও আনন্দ জনক; তবে ফলের বাগান যেমন চিরস্থায়ী, ফুলের বাগান তদ্রূপ চির-স্থায়ী নহে, মধ্যে মধ্যে নূতন করিতে হয়। বড় লোকেরা যে ফুলের বাগান করিয়া থাকেন, তাহা কেবল বিলাসের জন্য নহে, ইচ্ছা করিলে তাহা হইতেও বেশ দশ টাকা লাভ করিতে পারা যয়। বর্ত্তমান সময়ে ফুলের বাগান বড়ই আদরণীয় হইয়া উঠি-য়াছে। কি ধনী, কি নির্ধনী, কি ব্যবসায়ী সকলেই ফুলের বাগা-নের জন্য ব্যাকুলিত। ফুলের বাগান করিতে পারিলে ফলের বাগান করিতে ইচ্ছা করেন না, করুন, তাহাতে নিষেধ করি না, কিন্তু রীতিমত ফুলের বাগান না করিতে পারিলে শীঘ্র আয় করা যায় না, কেবল বৃথা কতকগুলি অর্থের শ্রাদ্ধ করা হয় মাত্র।

শিষ্য। আপনি যে ফল ফুলের বাগান করিবার কথা উল্লেখ করিতেছেন, তাহা অতীব আনন্দজনক। ফল ফুলের বাগান উভয়ই তুল্যানুতুল্য, এ কথা অসঙ্গত হইলেও সঙ্গত; কারণ, আমি প্রতিবাদক নহি; আপনি যাহা আমাকে শিক্ষা দিতেছেন, তাহাই আমি শিখিতেছি। উপস্থিত যেরূপ বাগান করিলে পুত্র পৌত্রাদি তাহার উপস্বত্ব হইতে সুখ সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সেই মত বাগান খানি করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি গুরুদেব, আপনার নিকট সুখ দুঃখের সমস্ত কথাই ব্যক্ত করিতে পারা যায় বলিয়াই বলিতেছি। এক্ষণে কিরূপে ঐ ফল ফুলের সুন্দর বাগান করিতে পারা যায়, তদ্বিষয় বর্ণনা করুন।

গুরু। ফল ফুলের রীতিমত বাগান করিতে হইলে প্রথমে লাঙ্গল দ্বারা সমস্ত জমীতে চাষ দিতে হইবে।

শিষ্য। জমীতে চাষ দিতে হইবে এ কথাটা অসঙ্গত নহে, কিন্তু এমন পুষ্করিণী খননের পরিষ্কার মাটীর উপর চাষ দিতে হইবে, তাহার কারণ আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

গুরু। উহার উপর দুই এক বার চাষ দিতে হইবে, তাহা বলিতেছি কেন শুন্‌বে? কোড়ারা যখন মাথা হইতে যে সমস্ত মাটী সজোরে নিঃক্ষেপ করিয়াছিল, তখন সেই সমস্ত মাটী আঁটিয়া চাপ বাঁধিয়া আছে, আরও, তাহাদিগের যাতায়াতে বিশেষ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, একারণ উহার উপর বেশ বাই-লাঙ্গল দ্বারা ২।৩ বার চাষ দিলে ঐ চাপা মাটী সমস্ত নাড়াচাড়া পাইয়া আল্‌গা হইবে এবং রৌদ্র, শিশির ও বায়ু ঐ মাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলে উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি হইবে।

শিষ্য। তবে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, দিরুকে কল্যই চাষ দিতে বলিব।

গুরু। হাঁ, তাহার আর কথা আছে কি! আগামী বর্ষার মধ্যে সমস্ত গাছপালা ও শাক শবজী বসাইতে হইবে, এ সময় জমীতে চাষ না দিলে আর কবে দেবে বাপু!

শিষ্য। প্রভো! জমীতে চাষ দেওয়া হইলে তাহার পরে কি চারা বসাইতে হইবে?

গুরু। চারা রোপণ যখন ইচ্ছা, তখনই করিতে পারা যায়, তবে এটী নূতন বাগান বলিয়াই নূতন বন্দবস্ত করিতেছি। সমস্তগুলি ঠিক না হইলে চারা রোপণের বন্দবস্ত করা যায় না। কল্য প্রাতঃকালে উভয়ে বাগানে গিয়া, গৃহাদি কোন্ কোন্ স্থানে আরম্ভ করিলে ভাল হয়, অগ্রে তাহার স্থান নির্ণয় করিয়া সূত্রপাত করিব।

শিষ্য। মালির ঘর ও বৈঠকখানা কোন্ স্থানে হইলে ভাল হয় প্রভো?

গুরু। তাহা এখান হইতে বলিতে পারা যায় না। কল্য বাগানে গিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক দেখাইয়া দিব।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, আজ তবে বিশ্রাম করুন, কল্য বাগানে গিয়া সমস্ত দেখাইয়া দিবেন।

পরদিন প্রাতঃকালে গুরুশিষ্যে উভয়ে বাগানে চলিয়া গেলেন। সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া গুরুদেব বলিলেন, মালি থাকিবার ঘরখানা এই পশ্চিমদিকে করা হউক। আর ভদ্রলোকদিগের বসিবার জন্য যে ঘর করা হইবে, তাহা এই পুষ্করিণীর উত্তরাংশে মধ্যস্থলে করিলে ভাল হয়।

শিষ্য। প্রভো! মালি থাকিবার ঘরখানি দক্ষিণদিকে দরজায় নিকট করিলে ভাল হয় না কি?

গুরু। হইতে পারে বটে, কিন্তু আমার মতে তত ভাল বোধ হয় না, কারণ, মালির ঘরখানি এমন স্থানে বাঁধা উচিত যে, মালি ঘরে বসিয়া যেন বাগানের চতুর্দ্দিক সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পায়; এবং পূর্ব্ব দোয়ারী ঘর হইলে প্রাতঃকালে রৌদ্র পাওয়া যাইবে।

শিষ্য। প্রভো! শীতকালে রৌদ্রের বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে, সর্ব্ব সময় রৌদ্র না পাইলে কি ক্ষতি হয়?

গুরু। রৌদ্র না পাইলে কোন ক্ষতি হইবে তাহা নহে, তবে মালী সময় সময় ঐ ঘরের দাবায় বসিয়া টবে বীজ ফেলিয়া চারা প্রস্তুত করিবে, তজ্জন্য ঐ ঘরের পত্তন পশ্চিমদিকে ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

শিষ্য। তবে বৈঠকখানার ব্যবস্থা কোন্ দিকে করিবেন? আমার মতে মালিরঘর ও বৈঠকখানা একস্থানে পাশাপাশি করিলে ভাল হয়, কারণ, সদাসর্ব্বদা মালিকে ডাকিতে সুবিধা হইবে।

গুরু। মালিরঘর ও বৈঠকখানা নিকটানিকটী করিলে মন্দ হয় না বটে, কিন্তু তন্মধ্যে একটী কথা আছে বাপু! বাগান-পুষ্করিণী বল, আর বৈঠকখানাই বল, সমস্তই চির-ভোগ্যবস্তু; সেই ভোগ্যবস্তুতে যদি কোন কারণ বশতঃ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিরানন্দের সীমা থাকে না। বৈঠকখানা অট্টালিকা বিলাসীর চিরসুখের জিনিষ; কোন ব্যক্তি বহু-শোকার্ত্তা হইয়া কোন মনোরম্য হর্ম্ম্যে অবস্থান করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার সেই দারুণ মনোবেদনা দুরীভুত হইয়া যায়। তজ্জন্যই আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, বৈঠকখানাটী পুষ্করিণীর উত্তরাংশে স্থাপিত করিতে হইবে; এবং দক্ষিণের বায়ু বড়ই তৃপ্তিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ; গ্রীষ্মকালে ঐ পুষ্করিণীর জল-বায়ু নিয়ত বৈঠকখানায় লাগিলে তাহাতে শরীর বড়ই সুস্থ হইবে।

শিষ্য। মহাত্মন্! আপনি যে সকল যুক্তি উদ্ভাবন করিয়া গৃহাদি স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন, তাহা সকলই ভাল হইয়াছে, ভরসা করি বৃক্ষাদি রোপণেরও ঐ রূপ সুব্যবস্থা হইবে।

গুরু। বৃক্ষাদি রোপণের সুব্যবস্থা, নানা প্রকার হইয়া থাকে। তবে মোটের উপর কথা এই যে, গৃহস্থলোক সংসারের পক্ষে যেমন নানাপ্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখে—হটাৎ অন্যের নিকট চাহিতে যায় না, তদ্রূপ বাগান করিতে হইলে, নানাপ্রকার বৃক্ষাদি রোপণ করা বিধেয়; বাগানবাটী

গৃহস্থলোকের থাকিলে, সাধারণের নিকট পরিচয় দিতে ভাল, এবং মানেরও বৃদ্ধি হয়। বাগানবাগিচা, গৃহ আওলাৎ, পুষ্করিণী, কিছু কিছু থাকিলে, সহসা দাসত্ববৃত্তি না করিলেও চলিতে পারে। যদিও পারিশ্রমিক অর্থ আশু সুখকর বটে, কিন্তু তাহাপেক্ষা বাগান বাটী পুষ্করিণী, আওলাৎ, অধিক সুখকর। এ কথা বোধ হয় অনেকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, বাগানটী গৃহস্থালী মত সাজাইতে হইলে, বৃক্ষাদি রোপণের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ভাবে করিতে হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে বেশ দশ টাকা লাভ হইতে পারে, সেইমত গাছপালার আয়োজন করা উচিত হইতেছে।

শিষ্য। তবে এক্ষণে কোন্ কোন্ গাছের আবশ্যক হইবে, এবং কি প্রণালীতে রোপণ করিলে, ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট হইবে না, এবং আয় হইবে, তাহারই কথা উত্থাপন করুন।

সপ্তম অধ্যায়।

বৃক্ষাদি রোপণের ব্যাবস্থা।

গুরু। যে সকল বৃক্ষ বহুদিনে ফলবান্ হইবে তাহাই অগ্রে রোপণ করা স্থিরকৃত হইতেছে। যথা,—নারিকেল, সুপারী, আম, জাম, নিচু, কাঁটাল, তাল ইত্যাদি সুবন্দবস্তানুসারে বাগানের স্থান বিশেষে বসাইলে ভবিষ্যতে প্রচুর অর্থ আয় হইতে পারে। বাস্তবিক নারিকেল গাছে আমাদের দেশে অধিকন্তু আয় হইয়া থাকে, এ কারণ উহা পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে সারিমত রোপণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শিষ্য। প্রভো! নারিকেল গাছ পুষ্করিণীর ধারে না বসাইয়া বাগানের প্রান্তসীমায় (ধারে, ধারে) বা অন্য কোন নিরূপিত স্থানে বসাইলে ভাল হয় না কি?

গুরু। নারিকেল গাছ, সকল স্থানেই রোপণ করিলে ভাল হয় বটে, কিন্তু পুষ্করিণীর ধারে বসাইলে ২।৩টী বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, অন্য স্থানে বসাইলে তাহা পাওয়া যায় না। পুষ্করিণীর ধারে যতগুলি গাছ রোপণ হইবে শীঘ্রই ফলবান্ হইয়া উঠিবে, এবং বারমাস সমভাবে যেরূপ ফল পাওয়া যাইবে, অন্য স্থানে তদ্রূপ পাওয়া যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, নরিকেল গাছের সিকড়ে পুষ্করিণীর পাড়ের মাটী এমন আঁটিয়া রাখে যে, কস্মিন্ কালেও তাহা ভাঙ্গিয়া পুষ্করিণী ভরাট হইয়া যায় না। তৃতীয়তঃ পুষ্করিণীর ধারে নারিকেল গাছ বসাইলে, ঐ গাছের পাতা, বাতাসে খড়মড় করিয়া সর্ব্বদা নড়িলে, মৎস্যের শত্রু ভোদড় প্রভৃতি জন্তু, তাড়া পাইয়া পলায়ন করে, তাহাতে পুষ্করিণীর মৎস্য হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি হয়।

শিষ্য। পুষ্করিণীর ধারে নারিকেল গাছ বসাইলে যেমন বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, তেমনি অন্য কোন প্রকার গাছ বসাইলে তদ্রূপ উপকার পাওয়া যায় না কি?

গুরু। পুষ্করিণীর ধারে নারিকেল ও তাল গাছ ব্যতীত অন্য প্রকার গাছ বসাইলে, উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশেষ হানি হইয়া পড়ে। কারণ, অন্যান্য গাছের পাতা সহসা ঝরিয়া পুষ্করিণীতে পতিত হইলে, ঐ জল অপেক্ষাকৃত ভারি হয়, এবং ক্রমশঃ গাছের পাতা পচিয়া, এরূপ দুর্গন্ধ উপস্থিত হয় যে, স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট সম্পাদন করে। পানীয় জল

মনুষ্যের ও জীব জন্তুর জীবন স্বরূপ; তাহা যদি ঐরূপ বিম্নতা প্রযুক্ত পান ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে পরিণামে স্বাস্থ্যের পক্ষে একটা গোলযোগ অবশ্যই উপস্থিত হয়। আরও দেখ, ঐ পাতা কিছুকাল ক্রমশঃ পতিত হইলে, পুষ্করিণী ভরাট হইয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। দেব! আপনার অকাট্য যুক্তি জ্ঞাত হইয়া আমি বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম। পুষ্করিণীর ধারে নারিকেল গাছ বসাইলে পরিণামে কোন অনিষ্ট হইবে না, বরং উপকার পাওয়া যাইবে, এ কথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিতে পারেন, অতএব তাহাই বিধি। কিন্তু চারাগুলি বসাইবার সময় পুষ্করিণীর পাড় হইতে কত দূর অন্তরে বসাইলে ঠিক রীতিমত কার্য্য করা হয়, তাহা আমি অবগত নহি।

গুরু। পুষ্করিণীর কিনারা হইতে ২॥ বা ৩ হস্ত ব্যবধানে, এবং পার্শ্বে ১২ হস্ত অন্তর অন্তর বসাইয়া, অবশিষ্ট বাগানের চতুর্দ্দিকে বেড়ার ধারে ঐ রূপ ৩ হস্ত ব্যবধানে, পার্শ্বে ১৬ হস্ত অন্তর অন্তর, এক একটী চারা রোপণ করা বিধি।

শিষ্য। প্রভো! পুষ্করিণীর ধারে যে সকল চারা রোপণ করিতে হইবে, তাহা পার্শ্বে ১২ হস্ত অন্তর অন্তর বসাইতে হইবে, আর বেড়ার ধারে যে সকল চারা বসাইতে হইবে, তাহা ১৬ হস্ত অন্তর অন্তর বসাইলে ভাল হয়, এ কথার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। তাইত বলি, কথার ভাব, কার্য্যের ভাব হঠাৎ যে ব্যক্তি অবগত হয়, তাহাকে এক রকম চতুর বলিলেও বলা যাইতে পারে; তোমাকে ত বাপু তত চতুর বলিয়া বোধ হয় না,

সেই জন্ত হঠাৎ কোন কথার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পার না। যাহা হউক, পুষ্করিণীর ধারে নারিকেল চারা ১২ হস্ত অন্তর অন্তর বসাইতে হইবে, তাহার কারণ এই যে, ঐ চারার মধ্যে মধ্যে সমভাগে ৩টী করিয়া সুপারী চারা বসাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আর বেড়ার পার্শ্বে যে সকল চারা বসাইতে হইবে, তাহা ১৬ হস্ত অন্তর বসাইবার কারণ এই যে, উহার মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ সুপারী গাছ না বসাইয়া এক একটী টীম্বার (অর্থাৎ মেহগ্নি, সেগুন, আবলুষ, সিশু, গাম্ভীর) ইত্যাদি ভাল ভাল চিরস্থায়ী কাষ্ঠের গাছ বসাইবার ইচ্ছা করিয়াছি।

শিষ্য। প্রভো! আপনি যে সমস্ত গাছের রোপণের কথা উল্লেখ করিলেন, ঐ সমস্ত গাছ বাগানের চারিদিকে না বসাইয়া পৃথক্ ভাবে কতক অংশ জমীতে বসাইলে কি চলিতে পারে না?

গুরু। হাঁ, তাহাও হইতে পারে, তবে আমার কথার মর্ম্ম এই যে, টীম্বার প্রভৃতি বড় জাতীয় গাছ বাগানের চতুর্দ্দিকে রোপণ করিলে ভবিষ্যতে তাহাদিগের দ্বারা দুই একটী বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। যথা, ঝড় বাতাস প্রবল হইয়া নানা প্রকার ফল ফুলের গাছ সহসা নষ্ট করিতে পারে না; এ কারণ বাগানের চতুর্দ্দিকে ঐ সমস্ত বড় জাতীয় গাছ বসাইলে যত ঝড়ঝাপ্টা উহাদিগের উপর দিয়া কাটিয়া যায়। ভিতরের গাছপালার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। আরও দেখ, ঐ সমস্ত গাছ প্রাচীন অবস্থায় ছেদন করিলে, বাগানের বহির্দ্দেশে অনায়াশে ফেলিয়া দিতে পারা যায়, তাহাতেও ভিতরের গাছপালার পক্ষে হঠাৎ কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

শিষ্য। আজ্ঞা, তাহাই করা কর্ত্তব্য; কিন্তু পুষ্করিণীর ধারে ৩ হস্ত অন্তর নারিকেল ও সুপারী চারা বসাইলে, ক্রমশঃ বর্ষার জলে পুষ্করিণীর পাড় ভাঙ্গিয়া কোন কোন গাছ জলমগ্ন হইতে পারে ত?

গুরু। তাহা তোমায় অগ্রেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, নারিকেল গাছের সিকড়ে পুষ্করিণীর পাড়ের মাটী অতিশয় আঁটিয়া রাখে; সেই জন্য ঐ ৩ হস্ত ব্যবধানে চারা সকল বসাইলে ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

শিষ্য। যাক্ প্রভো, ঐ কথাটা না হয় আমার ভুল হইয়াছে, কিন্তু চতুর্দ্দিকে বেড়ার ধারে যে সকল গাছ বসিবে, তাহা ৩ হস্ত জমী না ছাড়িয়া একেবারে বেড়ার ধারে একহাত কি আধ হাত ছাড়িয়া বসাইলে কি ভাল হইতে পারে না?

গুরু। হাঁ ঐ রূপ বেড়ার গায়ে অথবা এক আধ হাত ছাড়িয়া অনেকেই গাছ বসাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু বিবেচনা না করিয়া গাছ বসাইলে ভবিষ্যতে ২।৩টী দোষ ঘটিতে পারে। যথা,—প্রথমতঃ এই এক দোষ,—যদি কোন সময়ে বাগানের বেড়া উঠাইয়া ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দিতে হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত গাছ সমূলে বিনষ্ট না করিলে প্রাচীরের স্থান পাওয়া বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ,—নিতান্ত বেড়ার নিকটবর্ত্তী গাছ রোপণ করিলে, তাহার ডালপালা সকল ঝুলিয়া পার্শ্বে অপরের জমীতে পড়িলে একটা গোলযোগ (বিবাদ) উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য ঐ ডাল সকল যদি কোন গতিকে কাটিয়া ফেলিতে হয়, তাহাতে গাছ সকল অবশ্যই নিস্তেজিত হইতে পারে। তাই বলিতেছি যে, বেড়া হইতে ৩ হস্ত অন্তর গাছ

বসাইলে সর্ব্বতোভাবে ভাল হয়। যদি বল, ঐ সকল গাছের ডাল বৃদ্ধি হইয়া অপরের জমীতে যাইবারও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তাহাতে তাদৃশ ক্ষতি হইতে পারে না। কারণ, যে সকল ডাল বৃদ্ধি হইয়া অপরের জমীতে গিয়া পড়িবে, তাহার অগ্রভাগ মাত্র যাইবে—মূলদেশ অন্ততঃ ৩।৪ হস্ত বাগানের ভিতর থাকিবে, সুতরাং কাটিয়া ফেলা কি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হঠাৎ হইতে পারে না। যদিও কাটিয়া ফেলে, অগ্রভাগ মাত্র কাটিবে, তাহাতে গাছের পক্ষে কিছুই হানি হইবে না।

শিষ্য। প্রভো! আপনার অকাট্য যুক্তি অবগত হইয়া সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। এক্ষণে উদ্যান সম্বন্ধে আর কোন কথা কহিতে ইচ্ছা করি না, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই আমি করিতে প্রস্তুত আছি।

গুরু। তাহা কি হইয়া থাকে বাপু। জিজ্ঞাসা না করিলে কোন বিষয়ই অবগত হওয়া যায় না। আর বাগান বাটী প্রস্তুত করিতে হইলে নিজের পসন্দমত কতকটা হওয়া আবশ্যক। যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ জন্মিবে, অবশ্যই তাহা প্রশ্ন করিতে পার, তাহাতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ প্রভো, কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে আমি নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়াই প্রত্যেক কাজেরই তথ্যাতথ্য লইয়া থাকি। যে বিষয়ের যত অনুসন্ধান করা যায়, ততই তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম সত্বরে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আপনি গুরুদেব, কতকটা জানা শুনা থাকিলেও আপনার আজ্ঞা ব্যতীত কোন কার্য্যেই ব্রতী হওয়া যায় না। অতএব আমার প্রশ্ন নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

গুরু। তুমি যে সকল বিষয় আমাকে প্রশ্ন করিয়া থাক, তৎসমস্ততেই একটা না একটা কারণ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য অন্যায় প্রশ্ন হইলেও ন্যায় বলিয়া শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। অতএব তাহা সাদরে গ্রহণীয়।

শিষ্য। তবে এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এই উদ্যানাদিতে অন্যান্য ভাল ভাল ফল ফুলের কলম ও নানা প্রকার কফি, শাকশবজী বাগানের কোন্‌দিকে কি প্রকারে রোপণ করিতে হইবে, তাহা বিস্তারিত রূপে ব্যক্ত করিয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

গুরু। হাঁ, অন্যান্য চারা রোপণের প্রণালী যাহা উল্লেখ করিলে, তৎসম্বন্ধে অগ্রেই স্থির করা হইয়াছে যে, পুষ্করিণীর পশ্চিমে, উত্তর দক্ষিণ লম্বা, যে কতকটা জমী আছে, তাহাতে নানা প্রকার ভাল ভাল অম্রের কলম বসাইতে হইবে। কারণ, পশ্চিমদিকে সূর্য্যোত্তাপ বেশী লাগিলেও অম্রের বাগানের কোন অনিষ্ট হইবে না। আর পুষ্করিণীর পূর্ব্ব, উত্তর দক্ষিণ লম্বা যতটা জমী আছে, উহাতে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট নিচুর কলম এবং অন্যান্য দেশীয় বিদেশীয় ফলের গাছ বসাইতে হইবে। আর নানা প্রকার পিয়ারা ও গোলাপ জাম, ঐ বৈঠকখানার পশ্চাতে জমী সমূহে রোপণ করিয়া দাও। ভাল ভাল লেবুর চারা যদি বসাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যে অবশিষ্ট জমী আছে তাহাতে বসাইলে ভাল হইতে পারে। কিন্তু বাতাবী লেবুর চারাগুলি পুষ্করিণীর ধারে ধারে বসাইতে হইবে। আর পুষ্করিণীর দক্ষিণদিকে যে খানিকটা জমী আছে, উহাতে নানা রকম ফুল গাছ বসাইলে অতিশয় সুন্দর দেখিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! আপনি যাহা স্থির করিলেন তৎসমস্ত ভাল হইয়াছে, কিন্তু ঐ সমস্ত গাছ যদি পৃথক ভাবে না বসাইয়া একত্রিত করিয়া বসান হয়, তাহাতে পরিণামে কোন দোষ ঘটে কি?

গুরু। না, না, অমন কাজ করিও না বাপু। ঐরূপ সমভাবে গাছ বসাইলে, দেখিতে বড় ভাল হইবে না,—আরও অনিষ্ট হইতে পারে। অম্রগাছ সর্ব্বাপেক্ষা বড় জাতীয় গাছ, ঐ বড় জাতীয় গাছের মধ্যে মধ্যে ছোট জাতীয় গাছ রোপণ করিলে, ছোট জাতীয় গাছের পক্ষে বড়ই হানি হইয়া থাকে। কারণ, রৌদ্র, শিশির ও বায়ু বৃক্ষাদির এক রকম জীবন স্বরূপ, তাহা যদি ঐ বড় জাতীয় গাছের আচ্ছাদন কর্ত্তৃক ছোট জাতীয় গাছ সমভাবে ভোগ করিতে না পায়, তাহাতে উহারা জীবিত থাকিলেও তাদৃশ ফুল ফল প্রসব করিতে পারে না। তজ্জন্য বড় ছোট ও মাজারী পৃথক ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বসাইতে হয়। অম্রের গাছ ইচ্ছামত অন্তর অন্তর স্থান বিশেষে বসাইলে কোন অনিষ্ট হয় না; কিন্তু নিচু, বিলাতী কুল, গোলাপজাম, সপেটা ও পিয়ারা ইহাদিগকে এক স্থানে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া না বসাইলে, ফলের সময় ফল রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠে। যে হেতু ঐ সকল গাছ, ফল অবস্থায় কোন রকম দড়ির আচ্ছাদন বা জাল দ্বারা ঢাকা দিয়া রাখিতে হয়; সেই জন্য গাছগুলি এক স্থানে (অর্থাৎ নিকটানিকটী) না থাকিলে উক্তরূপ আবর্ত্তন করা যায় না, সুতরাং নানাপ্রকার পশু পক্ষীতে খাইয়া অনিষ্ট করিতে থাকে। এ জন্য অন্তর অন্তর না বসাইয়া এক স্থানে বসাইবার বিধি হইয়াছে। আর নিচু গাছের বৌল অবস্থায়

যদি বাতাস বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে বৌল সমস্ত ঝরিয়া যায়। এজন্য পশ্চিমদিকে বড় বড় অম্র গাছ থাকিলে পশ্চিমে ঝড় বাতাসে পূর্ব্বদিকের নিচু গাছের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না। আর নানাপ্রকার ফুল গাছ, রৌদ্র না পাইলে, শীঘ্র বৃদ্ধি ও তেজস্কর হয় না, এজন্য বাগানের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে রোপণ করা স্থিরকৃত হইয়াছে। আর এক কথা,—গোলাপজাম ও পিয়ারা অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানে বসাইলে, ফলগুলি রীতিমত উৎপন্ন হইয়া বেশ বড় বড় হয়। সেই জন্য উত্তরদিকে বা পূর্ব্বদিকে রোপণ করা বিধি হইয়াছে।

শিষ্য। মহাত্মন্! আপনার রোপণ প্রণালী অবগত হইয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। এক্ষণে কদলি গাছ কোন্ স্থানে কি ভাবে বসাইতে হইবে, তাহা বর্ণন করুন।

গুরু। কদলিগাছ সকল স্থানেই রোপণ করা যাইতে পারে। এক্ষণে যে বেড়ার ধারে নারিকেল গাছ বসান হইবে, তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটী কলার গাছ বসাইলে ভাল হয়। সমস্ত বাগানময় গাছের ভিতর কলারগাছ রোপণ করিলে, তাহাতে বিশেষ কোন হানি হয় না, বরং কলা গাছের শীতল বাতাসে অপর অপর গাছ, প্রথমতঃ দেখিতে বেশ যুতসই হইয়া উঠে, কিন্তু ভবিষ্যতে একটী দোষে পরিণত হয়, কলাগাছ বাগানের মধ্যস্থলে রোপণ করিলে বাগান শীঘ্রই ছায়াময় হইয়া পড়ে। তাহাতে অন্যান্য তরিতরকারী শাক শবজী কিছুই ভাল রূপ উৎপন্ন হয় না। এ জন্য কলার গাছ বাগানের মধ্যস্থলে (অর্থাৎ যেখানে সেখানে) না বসাইয়া বেড়ার ধারে বসাইলে ভাল হয়।

শিষ্য। আপনি বৃক্ষাদি রোপণের সুব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু কোন্ গাছ কত অন্তরে রোপণ করিতে হইবে, তাহা ত কৈ বলিলেন না!

গুরু। রোপণের নিয়ম যে এক মাপমত না হইলে, বিশেষ কোন হানি হইবে, কি কোন একটা বিধিবদ্ধ আছে তাহাও নহে। আবশ্যক বিবেচনায় স্থান বিশেষে রোপণ করা হইয়া থাকে; তবে গাছ সকল যত পাতালা ভাবে রোপণ করিতে পারা যায়, ততই ভাল—ঘন হইলে, ভবিষ্যতে ফুল ফল উৎপন্ন হইবার পক্ষে বিশেষ হানি হয়।

শিষ্য। দেব! আর একটী কথা আপনাকে নিবেদন করি যে, রোপণ-প্রাণালী সম্বন্ধে একটা বাঁধা নিয়ম অবশ্যই থাকিতে পারে, কিন্তু আপনার বাক্যানুসারে বোধ হইতেছে যে, রোপণ প্রণালীর কিছুই নিয়ম নাই, তজ্জন্য আমি সন্দিহান হইয়া উক্ত বিষয় পুনর্ব্বার অবগত হইবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা বর্ণন করুন।

গুরু। কোন নিয়মানুসারে রোপণ প্রণালী হইতে পারে না, তাহা আমি পূর্ব্বে বলি নাই। আবশ্যক "বিবেচনায় স্থান বিশেষে রোপণ করিতে পারা যায়" ইহাই বলিয়াছি। যাহা হউক, আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা সচরাচর নানা প্রকার বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া তদ্বিষয়ে কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কোন একটা বাঁধা নিয়মের বশীভুত না হইলে, কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলরূপে করিতে পারেন না। বৃক্ষাদি রোপণ কালে সাধারণতঃ যে সকল নিয়ম উদ্ভাবন হইয়া থাকে তাহা ব্যক্ত করিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক অবগত হও।

যথা, আম্রবৃক্ষ রোপণ করিতে হইলে, দীর্ঘে প্রস্থে ২০ হস্ত হইতে ২৫ হস্ত পর্য্যন্ত রোপণ করা যাইতে পারে।

শিষ্য। আপনার কথিত নিয়ম হইতে যদি কিছু কম (অর্থাৎ ১০।১১।১৬ হস্ত অন্তর) আম্রবৃক্ষ রোপণ করা যায়, তাহাতে কোন দোষ উৎপন্ন হয় কি?

গুরু। ভাল মন্দ প্রত্যেক কার্য্যেই লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে কম আর বেশী। যাহাতে কম দোষ লক্ষিত হয় তাহাই ভাল। তোমার কথা অপেক্ষা আমার কথায় কম দোষ লক্ষিত হইতে পারে। তোমার কথানুযায়ী আম্রগাছ রোপণ করিলে প্রথমতঃ দেখিতে সুন্দর হয় বটে, কিন্তু ১০।১২ বৎসর পরে ঐ সমস্ত গাছের আসপাশের ডাল বৃদ্ধি হইয়া পরস্পর জড়তাপ্রযুক্ত ফল সমূহ উৎপন্নের পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। এ কারণ, ২০ হইতে ২৫ হস্ত অন্তর অন্তর পাতলা ভাবে রোপণ করিলে, গাছ বেশ সতেজিত হইয়া অধিক পরিমাণে বৌল ও ফল প্রসব করে।

শিষ্য। আম্রবৃক্ষ রোপণ সম্বন্ধে আপনি যাহা স্থির করিলেন, তাহা অন্যের পক্ষে অসঙ্গত হইলেও আমার পক্ষে সঙ্গত, কিন্তু প্রভো, অনেক অন্তর অন্তর চারাগুলি বসাইবার কথা শ্রুত হইয়া আমার মনে অধিক ফাঁক্ ফাঁক্ হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক, আপনি যখন এ বিষয় বিশেষ তত্বজ্ঞ, তখন আপনার সকল কথা বজায় রাখা, আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এক্ষণে অন্যান্য গাছের রোপণ প্রণালী বলিয়া আমার সংশয় ভঞ্জন করুন।

গুরু। লিচু ও কুলগাছ রোপণ করিতে হইলে দীর্ঘ প্রস্থে ১২ হস্ত হইতে ১৬ হস্ত পর্য্যন্ত রোপণ করিতে পারা যায়। আর

পিয়ারা বসাইতে হইলে ১০ হস্ত অন্তর অন্তর রোপণ বিধি। গোলাপজাম ও জামরুল, নিচু ও কুল গাছের ন্যায় ১২ হইতে ১৬ হস্ত পর্য্যন্ত রোপণ করা যাইতে পারে। কিন্তু সপেটা বসাইতে হইলে আম্র গাছের ন্যায় ২০।২৫ হস্ত অন্তর অন্তর রোপণ করিলে ভাল হয়। আর বাতাবী লেবু ঐ নিচু, কুল গাছের ন্যায় ১২ হস্ত হইতে ১৬ হস্ত পর্য্যন্ত রোপণ বিধি। কিন্তু অন্যান্য লেবুর চারা বসাইতে হইলে, ৮ হস্ত হইতে ১০ হস্ত অন্তর অন্তর বসাইতে হইবে। আতা ও নোন চারাগুলি বাগানের চতুর্দ্দিকে বেড়ার ধারে ৮ হস্ত অন্তর অন্তর বসাইলে ভাল হয়।

শিষ্য। আতা ও নোনারচারাগুলি বাগানের মধ্যে মধ্যে বসাইলে কি কোন দোষ ঘটিয়া থাকে ?

গুরু। না বাপু, তাহাতে কোন দোষ নাই। তবে বেড়ার ধারে বসাইবার তাৎপর্য্য এই যে, আতা ও নোনা গাছ বিশেষ যত্ন না করিলেও সমভাবে ফল পাওয়া যায়। এজন্য উহাদিগকে বেড়ার ধারে রোপণ করিবার যুক্তি দিতেছি।

শিষ্য। সে যাহা হউক প্রভো, সুপারী চারাগুলি পুষ্করিণীর ধারে নারিকেল গাছের ভিতরে না বসাইয়া বেড়ার ধারে ধারে বসাইলে যেন ভাল হয়।

গুরু। হাঁ, তাহাও হইতে পারে বটে, কিন্তু সুপারী চারা বসাইবার সম্বন্ধে যে ২।৩টী নিয়ম আছে, তাহা ব্যক্ত করিতেছি শ্রুত হও। সুপারী গাছ যেখানে সেখানে অন্তর অন্তর রোপণ করিলে, তাহাতে গাছ সকল কিছু মোটা হইবার সম্ভাবনা এবং ফলও কম ধরে। আর এক গাছে উঠিয়া পার্শ্বের গাছের সুপারী পাড়া যায় না। এ কারণ, সুপারীগাছ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বসাইবার প্রথা হইয়াছে।

বাগানের যে যে স্থান দিয়া রাস্তা করা যাইবে, তাহার দুই ধারে ২॥ হস্ত হইতে ৩ হস্ত অন্তর অন্তর সুপারী চারা বসাইলে বড়ই সুন্দর দেখিতে হইবে, এবং আশানুযায়ী ফলও পাওয়া যাইবে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তাহাই করা যাইবে। যাহা হউক, দেশীয় বৃক্ষাদির রোপণ প্রণালী শ্রুত হইয়া অতিশয় আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হইল। এক্ষণে যে বিদেশীয় কতকগুলি ফলের চারা রোপণ করিতে হইবে, তাহার প্রণালী না জানিতে পারিলে, কিরূপে বসাইব প্রভো?

গুরু। বিদেশীয় ফল গাছের রোপণ-প্রণালী উহা হইতে পৃথক্‌রূপ; তবে মোটের উপর কথা এই যে, বিদেশীয় ফলের চারা একটু শমশীতল স্থানে বসাইলে ভাল হয়। অগ্রে দেশীয় ফলের চারা রোপণ করিয়া, পরে বিদেশীয় ফলের চারার স্থান নির্ণয় করিব।

শিষ্য। প্রভো! কথিত নিয়মানুসারে বৃক্ষাদি রোপণ করিতে হইলে, রাস্তার স্থান রাখিয়া সমস্ত জমী মাপ করিতে হইবে, নতুবা কোন্ স্থানে কত গাছ রোপণ করা সম্ভবতঃ তাহা জানা যাইবে না।

গুরু। হাঁ, অগ্রে সমস্ত জমী মাপিয়া তৎপরে পৃথক্ পৃথক্ মাপিয়া কোন্ স্থানে কত গাছ বসাইলে ভাল হয়, তাহা ঠিক করিয়া একটী ফর্দ্দ করিতে হইবে। এবং সময়মত ঐ ফর্দ্দ দৃষ্টে গাছ সকল আনাইয়া যথানিয়মে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। এক্ষণে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, আপনার পূর্ব্ব কথানুযায়ী চারা বসাইবার সময়ও প্রায় হইয়া আসিল, আপনি ২।১ দিনের মধ্যে বাগানে পদার্পণ করিলে ভাল হয়।

গুরু। অবশ্য বাগানে যাইব বইকি বাপু। আমি না দেখিলে তুমি কি সকল কার্য্য করিয়া উঠিতে পার? বাগানবাটী প্রস্তুত করিতে হইলে নিজে নিজে না দেখিলে কোন কার্য্যেই সুবিধা করিতে পারা যায় না।

অষ্টম অধ্যায়।

রাস্তা করিবার প্রণালী।

তৎপরে, গুরুশিষ্য বাগানে উপস্থিত হইয়া, গুরুদেব বলিলেন সমস্তই ঠিক হইয়াছে, এক্ষণে মালীকে ডাকিয়া রাস্তার বন্দবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয়।

শিষ্য। ঐ যে মালী আসিতেছে, উহার হস্তে এক্ষণে অনেকগুলি কার্য্য পড়িয়াছে, আবার এই রাস্তা নির্ম্মাণের কার্য্য পড়িলে, দ্বিগুণতর বাড়িয়া যাইবে।

গুরু। মালীর হাতে যে সকল কার্য্য হইতেছে, তাহা বন্ধ রাখিয়া অগ্রে রাস্তাগুলি তৈয়ারী করা বিশেষ আবশ্যক হইতেছে। কারণ, সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে হইবে, নিত্য নূতন নূতন স্থান দিয়া গমনাগমন করিলে আবাদী জমীর মাটী সমস্ত বসিয়া যাইবে, এবং কিছু কিছু শাকশবজী যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও পায়ের চাপে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। তবে এই সময় মালীকে রাস্তা নির্ম্মাণের প্রণালী অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিউন।

তৎপরে, গুরুদেব মালীকে বলিলেন, মালী! তোমাকে এই রাস্তাগুলি অগ্রে তৈয়ারী করিয়া দিতে হইবে, কিন্তু

যাতায়াতের সুবিধা ও সুন্দর দেখিতে না হইলে মাহিয়ানা বাড়াইয়া দিব না।

মালী। আমি কলিকাতায় অনেকানেক সাহেব বাগানে কার্য্য করিয়া আসিয়াছি। আপনি যেরূপ রাস্তা তৈয়ারী করিতে বলিবেন, সেইরূপ তৈয়ারী করিয়া দিব, কিন্তু রাস্তা, চানকা, ও পটী পাকা হইবে, কি কাঁচা হইবে?

গুরু। এক্ষণে আপাততঃ কাঁচা হইবে।

মালী। তবে কোন্ কোন্ স্থান দিয়া রাস্তা বাহির করিতে হইবে, তাহা ঠিক করিয়া দেখাইয়া দিন।

গুরু। এই পুষ্করিণীর কিনারা হইতে ৪ হস্ত জমী মাপিয়া (বাদ রাখিয়া) চৌড়া ২॥ হস্ত একটী রাস্তা পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে বাহির করিতে হইবে। আর ঐ রূপ বাগানের চতুর্দ্দিকে বেড়া হইতে ৪ হস্ত জমী মাপিয়া (বাদ রাখিয়া) ঐ রূপ ২॥ হস্ত একটী রাস্তা বাহির করিতে হইবে। তৎপরে পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকের রাস্তার কোণ হইতে উভয়দিকে ঐ রূপ ২॥ হস্ত পরিমাণ রাস্তা সকল বেড়ার ধারের রাস্তার সহিত মিলাইয়া দিতে হইবে।

মালী। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। বুঝিতে পারিলে না বাপু। তবে আমার সঙ্গে আইস, যে যে স্থান দিয়া রাস্তা হইবে, সেই সেই স্থানে গিয়া দেখাইয়া দিতেছি।

মালী। তাই ভাল ঠাকুর।

গুরুদেব, মালীকে সঙ্গে লইয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে উপস্থিত হইলেন; এবং বলিলেন, এই যে রাস্তার কোণ পড়িয়াছে,

এই কোণ হইতে বরাবর দক্ষিণদিকে বেড়ার ধারের রাস্তার সহিত এক একটী রাস্তা মিলাইয়া দিতে হইবে। এবং এই কোণ হইতে পূর্ব্বদিকে বরাবর ঐ ধারের রাস্তার সহিত এক-একটী রাস্তা মিলাইয়া দিতে হইবে।

মালী। আজ্ঞা হাঁ ঠাকুর, এইবারে বুঝিতে পারিয়াছি।

গুরু। চল তবে অপর কোণে যাই—দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যাইয়া—এই রাস্তার কোণ হইতে পশ্চিমদিকে ঐ ধারের রাস্তার সহিত মিলাইয়া একটী রাস্তা হইবে, এবং এই কোণ হইতে দক্ষিণদিকের ধারে মিলিত করিয়া একটী রাস্তা করিতে হইবে। তৎপরে উত্তর পশ্চিম কোণে যাইয়া—এখানেও ঐ রূপ দুইদিকে দুইটী রাস্তা বাহির হইবে। পূর্ব্ব উত্তর কোণে যাইয়া—এই কোণ হইতে উভয় দিক্ অমনি দুইটী রাস্তা বাহির হইবে। এখন ভালরূপ বুঝিতে পারিলে ত?

মালী। আজ্ঞা হাঁ মশাই, সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি, আর আপনাকে কিছুই বলিতে হইবে না।

গুরু। আর দুই একটী কথা বলিয়া দিই, যেন ভুলিয়া যাইও না। যখন রাস্তাগুলি তৈয়ারী করিবে, সেই সময় এই সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ চৌকার জল বাহির হইবার জন্য এক একটী নর্দ্দামা রাখিয়া দিবে। আর এই বাগানের উত্তরাংশে ৫ হস্ত দীর্ঘে প্রস্থে, ২ বা ২॥ হস্ত গভীর ৪টী গর্ত্ত করিয়া রাখিবে।

মালী। যে আজ্ঞা, আপনি যাহা যাহা বলিয়া দিলেন, তাহার একটীও তফাৎ হইবে না।

শিষ্য। আপনি যে মালীকে ৪টী গর্ত্ত করিয়া রাখিতে বলিলেন, তাহার কারণ কি?

গুরু। ঐ গর্ত্তে সার তৈয়ারী করিতে হইবে।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, সারের কথাটা আমার মনে ছিল না। সার প্রস্তুত করিবার জন্য ৪টী গর্ত্তই কি কাটিতে হইবে?

গুরু। হাঁ, তাহার কমে সুশৃঙ্খলা হইতে পারে না। চারিটীতে যত সুবিধা হইবে, দুই তিনটিতে তত সুবিধা হইবে না, কারণ, যে বৎসরের পাতা সেই বৎসর পচিয়া সার প্রস্তুত হয় না। আরও এক বৎসর (অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসরে) পচিয়া সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই জন্য পাতার সারের দুইটী গর্ত্ত কাটিয়া রাখিতে হইবে। আর ঐ রূপে গোময় সার প্রস্তুত করিবার জন্য আরও দুইটী গর্ত্তের আবশ্যক হইবে, সুতরাং ৪টী গর্ত্ত না কাটিলে সুবিধা কি হইয়া থাকে বাপু?

শিষ্য। তবে দেখিতেছি যে, পাতা ও গোময়ের জন্য একটু চেষ্টিত থাকিতে হইবে।

গুরু। একটু চেষ্টা বড় নয় বাপু, বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে হইবে। সার না হইলে কোন কার্য্যেই সুবিধা করিতে পারিবে না। তাহার জন্য চিন্তা নাই, গোয়ালার বাড়ী হইতে গোময় আনাইতে পারিবে, কিন্তু পাতাটা প্রথম এক বৎসর অন্যান্য স্থান হইতে আনাইতে হইবে, তৎপরে এই বাগানেই সমস্ত পাতা পাওয়া যাইতে পারিবে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, এক্ষণে বেলা অধিক হইয়াছে, বাটীতে প্রত্যাগমন করা যাউক।

গুরু। তবে চল, সন্ধ্যা ও পূজা করিবার সময় হইয়াছে বটে।

নবম অধ্যায়।

বৃক্ষাদি রোপণের সময় নিরূপণ।

পরদিন গুরুদেব আহারাদির পর বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময় শিষ্য আসিয়া বলিলেন, উপস্থিত কোন্ কার্য্যের ব্যবস্থা করা যাইবে প্রভো?

গুরু। বর্ত্তমান সময়ের কার্য্য! কোন্ কোন্ গাছ কতগুলি বসাইতে হইবে, তাহার একখানি ফর্দ্দ করা আবশ্যক হইতেছে।

শিষ্য। তবে প্রভো বাগানে গিয়া সমস্ত জমী মাপ করিলে ভাল হয় না?

গুরু। জমী না মাপিয়া গাছের সংখ্যা করা হইবে না বটে, তুমি কি মাপিয়া আসিতে পারিবে, না আমাকে যাইতে হইবে?

শিষ্য। আপনি একবার যাইলে বড় ভাল হয়।

গুরু। তবে চল, যাই না হয়।

উভয়ে বাগানে উপস্থিত হইয়া জমী মাপ করিয়া কোন্ গাছ কত পরিমাণে আবশ্যক হইবে, তাহার একখানি ফর্দ্দ করিয়া লইয়া আসিলেন। এবং শিষ্য বলিলেন, এই ফর্দ্দানুযায়ী গাছ সকল কোন্ সময় আনান হইবে প্রভো?

গুরু। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত গাছ রোপণের প্রশস্ত সময়। কিন্তু আম্রগাছ, সকল সময়ে রোপণ করিতে পারা যায়, তাহা এক্ষণে আনাইলে কোন হানি হইবে না।

শিষ্য। তবে আম্রগাছগুলি এই সময় আনাইতে পারিলেত ভাল হয়।

গুরু। হাঁ বাপু, আম্রগাছগুলির পৃথক্ একখানি ফর্দ্দ করিতে হইবে। কারণ, ফর্দ্দে একত্রিত নানা প্রকার গাছ আছে, সমস্ত এক সঙ্গে থাকিলে সুবিধা হইবে না।

শিষ্য। আপনি আজ্ঞা করেনত, এক্ষণেই পৃথক্ ফর্দ্দ করিতেছি।

গুরু। আমি আর কি বলিয়া দিব, বাগান হইতে যে ফর্দ্দখানা করিয়া আনা হইয়াছে, উহা হইতে আম্রের কলমগুলি বাছিয়া লইয়া আর একখানি স্বতন্ত্র ফর্দ্দ করিতে পার।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তাহাই করিতেছি। কিন্তু ১৭৫ রকম আম্রের গাছ আনাইতে হইবে?

গুরু। পার ত বড় ভাল হয়।

তবে এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, যে সময়ে যে গাছ রোপণোপযোগী হইতে পারে এবং যথা সময়ে রোপণ করিলে, বাঁচিবে কি মরিয়া যাইবে, তাহা আমাকে অবগত করিয়া সুখী করুন।

গুরু। তুমি যে কথা উল্লেখ করিলে তন্মধ্যে একটী বিশেষ কথা আছে। স্থান বিশেষে রোপণের সময় প্রশস্ত হইয়া থাকে। যে বাগানে প্রায়ই চাষ আবাদ হইয়া থাকে, (অর্থাৎ পুরাতন বাগান যাহাকে বলা যায়), তাহাতে সকল সময় সকল গাছই রোপণ করা যাইতে পারে, কারণ, পুরাতন বাগান একরকম শস্যশীতল স্থান বলিলেও বলা যায়। তাঁহাতে নূতন গাছ রোপণ করিলে সহজেই কার্য্যে পরিণত হয়, ইহাই নিশ্চয় জানিবে। আর নূতন বাগানে বৃক্ষাদি রোপণ করিতে হইলে, যে গাছ যে সময়ের রোপণোপযোগী তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অবশ্যই দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু আম্রগাছের পক্ষে কোনরূপ নিয়ম অবলম্বন

করিবার আবশ্যক নাই; সকল মাসেই রোপণ করা যাইতে পারে। পুরাতন, বাগানই হউক, আর নূতন বাগানই হউক সকল সময়েই আম্রগাছ রোপণ করিলে প্রায়ই ফল লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। আর নিচুগাছ রোপণ করিতে হইলে, বর্ষার সময় ভিন্ন রোপণ করা যায় না। নারিকেল ও সুপারী চারাও ঐ বর্ষার সময় রোপণ করিলে ভাল হয়। অন্য সময় রোপণ করিলে নিত্য জল ব্যবহার করিয়াও জীবিত রাকা বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ফলের গাছ জৈষ্ঠ মাসের শেষে কিম্বা আষাঢ় মাসের প্রথমে (বর্ষার প্রারম্ভে) রোপণ করা বিধি। ঐ সময় রোপণ করিলে সম্মুখ বর্ষার জল ভোগ করিয়া গাছ সকল অতিশয় তেজস্কর হইয়া উঠে। আর নানা প্রকার ফুল গাছ রোপণ করিতে হইলে, কার্ত্তিক মাসে (বর্ষার অন্তে) রোপণ করিলে ভাল হয়।

শিষ্য। ফুলগাছ বর্ষায় রোপণ করিলে, কোন দোষ ঘটে কি?

গুরু। অনেক প্রকার ফুল গাছ বর্ষার সময় রোপণ করিলে, অধিক বর্ষার জলে সিকড় সমস্ত পচিয়া গাছ নষ্ট হইয়া যায়। তবে বেল, জুই, মল্লিকা ইত্যাদি ফুলের গাছ বর্ষার সময় রোপণ করিলে বিশেষ কোন হানি হয় না, বরং ভাল হয়। আর গোলাপফুলের গাছ রোপণ করিতে হইলে, বর্ষাকালে রোপণ করা বিধি নহে। অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত গোলাপচারা রোপণ করিবার প্রসস্ত সময়। এই রূপে গুরু শিষ্যের কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর হইয়া গেল। তৎপরে বিশ্রাম করিবার জন্য উভয়ে যথাস্থানে চলিয়া গেলেম।

দশম অধ্যায়।

বৃক্ষাদি খরিদের পক্ষে সতর্কতা।

তৎপরে দুই একদিন পরে শিষ্য গুরুদেবকে বলিলেন, মহাত্মন্! সৌভাগ্য বশতঃ আমি অনেক বিষয়ই অবগত হইয়া কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিলাম। উপস্থিত বাগানের অবস্থা যেরূপ কার্য্য-কারক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই, বাস্তবিক এইরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার নব-শিক্ষার্থীর পক্ষে কত দূর অসহ্য হইয়াছে, তাহা আপনিই বিবেচনা করিতে পারেন। এক্ষণে নানা স্থান হইতে নানা প্রকার চারা আনাইয়া রোপণ করিতে হইবে—জন মজুর লাগাইয়া গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে হইবে,—চতুর্দ্দিকে পুনর্ব্বার রীতিমত বেড়াটাও দেওয়া আবশ্যক হইতেছে, ইত্যাদি নানা কার্য্য এক সময়ে উপস্থিত হওয়ায় আমি সাতিশয় ভাবিত হইয়াছি।

গুরু। তাহার জন্য চিন্তা কি বাপু! আমি যখন তোমার বিশেষ সহায়তা করিতেছি, তখন সমস্ত কার্য্যই সহজে সম্পন্ন হইয়া যাইবে; তজ্জন্য বিশেষ উতলা হইবার কোন কারণ নাই। প্রথমে কলিকাতার কোন জানিত নর্শরি হইতে ভাল ভাল আম্র চারা আনাইবার চেষ্টা কর। আম্রগাছ প্রধান ফলকর গাছ, রোপণও সকল সময়ে করা যাইতে পারে, সুতরাং উহারই ব্যবস্থা এই সময় করিলে, অনেকেই দোষ ধরিতে পারিবেন না। কিন্তু একটা বিষয়ে বড় সন্দেহ হইতেছে যে, কোন কোন নর্শরির গাছ বীজাদি প্রায়ই মন্দ হইয়া থাকে; যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ খারাপ গাছ আসিয়া পড়ে, ভবিষ্যতে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। কেন প্রভো, আমি অনেক সংবাদপত্রে দেখিয়াছি যে, গাছ কিম্বা বীজাদির জন্য নর্শরির অধ্যক্ষগণ সম্পূর্ণ ভাবে দায়িত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন; বিশেষ লেখা থাকে যে, "গাছ কিম্বা বীজাদি মন্দ হইলে, পুনর্ব্বার ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকি" এ কথাগুলি কি সত্য নহে?

গুরু। তুমি কি ক্ষেপেছ বাপু? হায় আমার অদৃষ্ট!! "যত গর্জ্জায় তত বর্ষায় না" "ধুম্‌ধড়াক্কা সকলই ফক্কা" চক্ষে ধূলি দিয়া কীর্ত্তন করিবার সুযোগ সংবাদ পত্রে ভিন্ন আর কিছুতেই তত ভাল হয় না। যাহা হউক, কোন জানিত নর্শরি (অর্থাৎ যাঁহাদিগের নিজের বাগান আছে), তাঁহাদিগের নিকট হইতে গাছ সকল আনানই উচিত।

শিষ্য। গাছ সকল মন্দ হইবার পক্ষে যদি ঐ রূপ সন্দেহ হয়, তাহা হইলে যে নর্শরি হইতে গাছ সকল লওয়া হইবে, তাহার অধ্যক্ষের নিকট এইরূপ পাকা বন্দবস্ত করিয়া লেখাইয়া লইলে হয় না?—যে, "বীজ ও ফল খারাপ হইলে খেসারতের জন্য দায়ী থাকিব।"

গুরু। ঐ রূপ কথা, তাঁহারা সহজেই লিখিয়া দিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

শিষ্য। আমি দস্তুরমত আইনানুসারে লেখাইয়া লইব, তাহাতে কোনরূপ কথার খেলাপ হইলে বিচারে অবশ্যই দণ্ডনীয় হইতে পারেন।

গুরু। তুমি যেরূপ যুক্তি স্থির করিতেছ, তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারি না; কারণ, তুমি বহুদিন ওকালতী করিয়া বিশেষ আইনজ্ঞ হইয়াছ, কিন্তু ঐ লেখাপড়ার ভিতরে যে কোন

রূপ কল কৌশল আছে, তাহা কি তুমি জান না? এক কথায় সমস্ত মকর্দ্দমা ফাঁসাইয়া দিতে পারিবেন।

শিষ্য। সে কি প্রভো! আমি অনেক রকম লেখাপড়া করিয়া আসিয়াছি, এবং ঐ সম্বন্ধে অনেক রকম কল কৌশলও শিক্ষা করিয়াছি, ঐ লেখাপড়ার ভিতর এমন কৌশল কি আছে, যে, আমার অবিদিত নাই? তবে আপনি যদি তাঁহাদের কোনরূপ গুপ্ত চতুরতা অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন।

গুরু। তাঁহাদের কৌশল এই যে, গাছ ও বীজাদি খারাপ হইলে, তখন বলিয়া বসিবেন "আপনার বাগানের মাটী ও জল বায়ু ভাল নহে, সেই জন্য ফল অন্য রকম হইয়াছে" তখন তুমি কি উত্তর দিবে বাপু?

শিষ্য। তাই ত প্রভো, ঐ কথার উত্তর দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক, যদি ঐরূপ জল, বায়ু ও মাটী দোষিত হয়, তাহাতে কি সত্য সত্যই ফল খারাপ হইয়া থাকে?

গুরু। জল, বায়ু ও মাটীর দোষে কোন কোন জাতি ফল কেবল আস্বাদনে যেটুকু তফাৎ, তাহা পরীক্ষিত প্রকৃত ফলে বুঝা সুকঠিন। ন্যায্য মূল্য লইয়া সঠিক জিনিষ দিলে কখনই মন্দ হইতে দেখা যায় না।

শিষ্য। প্রভো! গাছ সকল ঐরূপ খারাপ দিবার কারণ কি?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, যাঁহাদিগের নিজের কোন রকম ফল ফুলের বাগান নাই, (ফল কথা, যাঁহাদিগের "বীজ-গাছের" সম্পূর্ণ অভাব) তাঁহারাই ঐ অভাব সত্ত্বে রীতিমত কলমের চারা

প্রস্তুত করিতে পারেন না, সুতরাং ঐরূপ নকল চারা সকল (বাজার বা) অন্যান্য স্থান হইতে আনাইয়া দিয়া গ্রাহকগণের নিকট প্রবঞ্চক হইয়া পড়েন।

শিষ্য। এরূপ যাঁহাদিগের নিজের পুঁজিপাটা কিছুই নাই, তাঁহারা কেন বেলেঘাটায় যাউন না? মিছা কতকগুলি বাক্য ব্যয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্যের তালিকা (ক্যাটলগ) ছাপাইয়া একটা বাগাড়ম্বরের সহিত ঘনঘটায় শঙ্খধ্বনি করিবার আবশ্যক কি?

গুরু। তাহাও কি তুমি জান না? আজ কাল একরকম ঘরে ঘরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে বলিলেও কথাটা বড় মন্দ হয় না, টিটেগড় ও বালির কাগজ প্রচুর পরিমাণেও আমদানী হইতেছে, আবার কলিকাতায় নানা প্রকার আজগোবি কথাও অনেক পাওয়া যায়, তাহাতে কোনরূপ ছাপাছুপি করিবার ভাবনা কি বাপু? তুমিও অনায়াসে তা' বড়, তা' বড়, নানাপ্রকার নাম দিয়া সুন্দর ক্যাটালগ ছাপাইতে পার।

শিষ্য। আমি ঐরূপ অলীক ক্যাটালগ ছাপাইয়া কি করিব?

গুরু। কেন, যখন তোমায় কেহ গাছের জন্য পত্র লিখিয়া পাঠাইবে, তখন তুমি হাতাড় পাতাড় করিয়া সাত জায়গায় হইতে নানাপ্রকার গাছপালা আনয়ন পূর্ব্বক ষ্টিমারে বা রেলেওয়ে পাঠাইয়া দিয়া আপাততঃ তাঁহার মনস্তুষ্টি করিবে, ভবিষ্যতে ফলাদি মন্দ হইলে, বলিবে যে, জল, বায়ু ও মাটীর দোষে ফল মন্দ হইয়াছে।

শিষ্য। কেহ যদি এমন ভাবে পত্র লেখেন যে, "আপনি যে আম্রগাছ পাঠাইয়াছেন, তাহার ফলের গুণ কিরূপ?"

গুরু। সেই সময় তুমি অম্লানবদনে একটানা উত্তর দিবে যে "ছোট, বড়, মাঝারী ও লম্বা ধরণের খুব মিষ্ট ফল হইবে"।

শিষ্য। ঐ কথাগুলি কি প্রকৃত উত্তর হইল প্রভো ?

গুরু। তুমি স্থানান্তর হইতে যে সকল আম্রের গাছ আনয়ন করিয়া গ্রাহকগণের নিকট পাঠাইয়া দিবে, তাহার ফলের তারতম্য তুমি নিজেই কিছু জাননা, সুতরাং ঐরূপ সাপ্‌টা উত্তর প্রদান না করিয়া আর কি উত্তর দিবে ?

শিষ্য। তাই ত প্রভো, প্রকৃত অবস্থায় ফলের তারতম্য না জানিয়া উত্তর দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার বটে ?

গুরু। হাঁ এইবারে ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছ ? প্রকৃত গাছ ও বীজাদি না দেওয়াতে সাধারণতঃ নর্শরির পক্ষে বড়ই দুর্নাম হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষতঃ আম্র ফল মধুফল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, এমন প্রিয়ফলের প্রকৃত তারতম্য হইতে যদি প্রতারকের দ্বারা বঞ্চিত হইতে হয়, তাহাতে কোন্ ব্যক্তি মধুর মতন অজস্র গালিবর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারেন ? বাস্তবিক নিরীহ গ্রাহকগণকে মনোমত বৃক্ষাদি পাঠাইতে পারিলে গালি খাওয়া দূরে থাক্, ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারা যায়।

শিষ্য। নর্শরির অধ্যক্ষগণ বিশেষ চেষ্টা করিলে গ্রাহকগণের আদেশানুযায়ী আম্রের সঠিক কলম দিতে পারেন না কি ?

গুরু। যাঁহারা নিজে বাগান করিয়া "বীজগাছ" হইতে সচরাচর কলম চারা উৎপন্ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা গ্রাহকগণের আদেশানুযায়ী চারা সকল অবশ্যই সরবরাহ করিতে পারেন, নতুবা (না থাকা স্বত্বে) ঐরূপ অন্য স্থান হইতে যাহা হউক কতকগুলি চারা আনাইয়া গ্রাহকগণের চক্ষে ধূলি দিয়া বিক্রয় করেন।

শিষ্য। বলেন কি প্রভো! আপনার অনুসন্ধিৎসু-বাক্য শুনিয়া আমি বিশেষ সতর্ক হইলাম। তবে না হয় আমি নিজে কোন নর্শরিতে গিয়া আবশ্যকীয় গাছ সকল দেখিয়া লইয়া আসিব।

গুরু। হাঁ, তাহাতে কতকটা সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু সকল স্থানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, তাহা বোধ হয় না।

শিষ্য। তাহার কারণ কি দেব?

গুরু। কারণ এই যে, তুমি কোন নর্শরিতে উপস্থিত হইয়া, আবশ্যকীয় বৃক্ষাদির কথা উত্থাপন করিলে, উত্তর পাইবে যে "এক্ষণে উপস্থিত সর্ব্ব রকম চারা আমাদের এখানে নাই, আমাদের বাগানে আছে, আপনি অর্ডার দিয়া কিছু টাকা বায়না ও ঠিকানা লিখিয়া দিয়া যাউন, সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় সমস্ত গাছ পাঠাইয়া দিব"।

শিষ্য। ঐ রূপ কথা উত্থপান করিলে, আমি বলিব যে, "আমার বিশেষ আবশ্যক, চলুন অদ্যই আপনাদের বাগানে গিয়া চারা সকল লইয়া আসি"।

গুরু। তুমি ঐ রূপ কথা বলিবামাত্র, উত্তর পাইবে যে, "আপনি আমাদের বাগানে গিয়া আবশ্যকীয় চারা সকল লইতে পারেন বটে, কিন্তু বাগান এখান হইতে অনেক দূর, বিশেষ চারা সকল সাবধান পূর্ব্বক আয়োজন করিতে হইবে, তাড়াতাড়ির কার্য্য নয় মহাশয়। আপনার কিছুই চিন্তা নাই, যেরূপ অর্ডার দিয়া যাইবেন, ঠিক সেইরূপ আপনাকে দিব, খারাপ হইলে বা মরিয়া গেলে, পুনর্ব্বার তাহা বদলাইয়া দিব।" এই রূপ দোকানদারীর কথা শুনিলে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিবে না, সুতরাং তাঁহাদের কথায় মত দিয়া আসিতে হইবে।

শিষ্য। যে নর্শরিতে ঐ রূপ দোকানদারীর কথা শুনিব, সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া অন্য নর্শরিতে যাইব।

গুরু। হাঁ, তবে যদি দুই চারি দিন তথায় থাকিয়া, বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক (যেখানে সমস্ত খাঁটি গাছ পাওয়া যায়) এমন কোন নর্শরিতে উপস্থিত হইতে পার, তাহা হইলে ভাল ভাল আম্রের চারা অনায়াসে আসিতে পারে। বিশেষ রূপে চেষ্টা করিতে হইবে যে, কোন্ নর্শরির অধীনে ভাল বাগান আছে, এবং বাগানে কত প্রকার স্থায়ী বীজ-গাছ আছে, এবং ঐ সকল গাছে প্রকৃতরূপে কলম বাঁধা আছে কি না, কিম্বা কলম বাঁধা হইয়াছিল কি না, এইরূপে নিজে যতদূর অবগত হইতে পারা যায় তাহা করিবে। তৎপরে গুপ্তভাবে ঐ বাগানের মালীদিগের নিকট (কোন্ গাছ কোন্ প্রকারের) ইত্যাদি অনুসন্ধান লইয়া, যে সকল ভাল ভাল চারা পাইবে, (অবিলম্বে) সংগ্রহ করিবে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা; তাহার আর অন্য কথা কি আছে। এক্ষণে নিবেদন এই যে, আপনি ত অনেক রকম আম্রের বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু কোন্ আম্রের কি প্রকার আস্বাদন তাহা সমস্ত বলিতে পারেন কি ?

গুরু। তাহা কি সমস্ত বলা যায় বাপু! মোটের উপর বলিতেছি প্রায় ৪।৫ শত রকম আম্র আছে, তৎ সমস্তের গুণাগুণ বা আস্বাদন এক ব্যক্তি জানিবে, এ কথা সম্ভব হয় না। তবে আমার বাগানে যে সকল রকম আম্র আছে তাহারই গুণাগুণের কথা ব্যক্ত করিতে পারি, তাহাও নিতান্ত কম নয়।

শিষ্য। তবে আর চিন্তা কি প্রভো! সেইগুলি আমার ফর্দ্দে চিহ্নিত করিয়া দিন, কোন কোন নর্শরিতে গিয়া পরীক্ষা করিব।

গুরু। ঐ সমস্ত আম্রের গুণাগুণ বর্ণন করিয়া তোমার ফর্দ্দে চিহ্নিত করিতে সময় অনেক লাগিবে, তাহা এক্ষণে সহজে ঘটিয়া উঠিবে না। তবে এই একটা কর্ম্ম করিতে পার। যে নর্শ-রিতে গিয়া গাছ খরিদ করিবে, তাঁহাদের সহিত এইরূপ বন্দবস্ত করিবে যে, "আমি গাছগুলি লইয়া গিয়া কোন স্থানে পরীক্ষা করাইয়া দেখিব, তাহাতে যদি ভাল হয়, তবে গ্রহণ করিব, নতুবা ফেরত করিব, ও খরচার দায়ী আপনারা থাকিবেন"। এই রূপ কথা উল্লেখ করিলে, যে সকল গাছ বিশেষ ভাল বলিয়া তাঁহা-দিগের জানা আছে, তাহাই দিতে প্রস্তুত হইবেন; কৃত্রিম গাছ দিতে কখনই সাহসিক হইবেন না?

শিষ্য। তাহা হইলে আপনি কি পরীক্ষা করিয়া লইতে পারিবেন?

গুরু। হাঁ অবশ্যই পারিব, তাহাতে তোমার চিন্তা নাই।

শিষ্য। তবে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, কল্যই কলি-কাতায় রওনা হইব।

গুরু। আচ্ছা যাইতে পার।

একাদশ অধ্যায়।

নর্শরি হইতে বৃক্ষাদি খরিদ।

কয়েকদিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে গাছ লইয়া শিষ্য, ফিরিয়া আসিলেন। গুরুদেব বলিলেন কেমন বাপু, কার্য্য সফল হইয়াছে ত?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে এক রকম সফল হইয়াছে।

গুরু। আমি যাহা যাহা বলিয়া ছিলাম, তাহার প্রমাণ পাইয়াছ ত ?

শিষ্য। আপনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সমস্তই ঠিক হইয়াছে।

গুরু। তবে কোথায় কি রূপ দেখিয়া আসিলে বল, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

শিষ্য। আমি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ প্রায় সকল নর্শরিতেই পদার্পণ করিলাম, এবং আপনার কথা সকলই সপ্রমাণ করিয়া, তৎপরে একটী সামান্য নর্শরিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, তাঁহাদের বাগান খানি প্রায় কুড়ি বিঘা হইবে। আম্র, নিচু, লেবু, কুল, পিয়ারা, পিচ, জামরুল, গোলাপজাম, নারিকেল ও সুপারী ইত্যাদি নানাপ্রকার ফলফুলের কলমের গাছ, প্রায় সমস্ত রকমই প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত গাছেরও মধ্যে মধ্যে কোন কোন গাছে (যাহাকে বীজগাছ বলে।) রীতিমত কলম বাঁধাও আছে। আরও দেখিলাম যে সমস্তগাছ প্রকৃত নিয়মানুসারে রোপিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে মধ্যে একএকটী চৌকাতে এক এক রকম চারা পৃথক্ ভাবে রোপিত রহিয়াছে। এইরূপ তাঁহাদের কার্য্যের সুপ্রণালী দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তৎপরে কর্ত্রীপক্ষদিগকে বলিলাম, "আমার কতকগুলি গাছের প্রয়োজন আছে, আপনারা ন্যায্য মূল্য লইয়া প্রকৃত গাছ কি দিতে পারিবেন ?" তাহাতে প্রধান কর্ত্রীপক্ষ বলিলেন, "অবশ্যই পারিব, আপনার যত প্রকার গাছের

আবশ্যক হয়, উচিত মূল্য দিয়া বাছাই করিয়া লইতে পারেন।” আমি বলিলাম, “আমার অনেক রকম গাছের আবশ্যক হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সময় যে সকল গাছ রোপণোপযোগী হইবে, তাহাই লইতে ইচ্ছা করি”। তিনি বলিলেন, “এ সময় সমস্ত ফলের মধ্যে আম্রগাছ ও ফুলের মধ্যে গোলাপগাছ রোপণ করা যাইতে পারে, তবে অন্যান্য ফল ফুলের গাছ যদি অন্য সময় লইতে নিতান্ত অসুবিধা হয়, তাহা হইলে অল্প পরিমাণে ২।৪টা করিয়া লউন”। তাহাতে আমি বলিলাম, “এ সময় অন্য গাছ রোপণ করিলে কি মরিয়া যাইবে”? তাহাতে তিনি বলিলেন, “তবে আপনাকে সমুদায় খুলিয়া বলিতেছি যে, সকল গাছই সকল সময় রোপণ করিতে পারা যায়, কিন্তু সময়মত রোপণ করিলে বিনা যত্নে জীবীত থাকে, অসময়ে বিশেষ যত্ন করিতে হয়। এক্ষণে আপনার ইচ্ছা!” এইরূপ দুইজনে অনেক রকম কথাবার্ত্তা করিয়া, আপনার সমস্ত কথার সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলাম, সমস্তই ঠিক হইল। সুতরাং আর কোন বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারিলাম না—মনোমধ্যে ঐকান্তিক বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। তৎপরে আমি পাকা বন্দবস্তের কথা উল্লেখ করায়, তাহাতে তিনি স্বীকৃত হইয়া বলিলেন, “আমার নিজের বাগান এবং স্বচক্ষে দেখিয়া সমস্ত ফল ফুলের বৃক্ষাদি পরীক্ষা করিয়া রাখিয়াছি, এমন কি স্বহস্তেও কতক কতক তৈয়ারী করিয়াছি, তাহাতে কোন বস্তুই মন্দ হইবার সম্ভাবনা নাই; অবশ্যই পাকা বন্দবস্তে লেখাপড়া করিয়া দিতে পারি”। এইরূপ তাঁহার সাহস-পূর্ণ কথা শ্রুত হইয়া ফর্দ্দখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলাম। তিনি বলিলেন, “আপনার ফর্দ্দানুসারে সমস্তই দিতে পারিব, কিন্তু

তন্মধ্যে ৪।৫রকম কলম ঐ ভারার উপরে আছে, নীচে নামান হয় নাই, আপনি এই ষ্টকবুক লইয়া প্রত্যেক গাছের নম্বর মিলাইয়া ইচ্ছামত সমস্ত গাছ পসন্দমত বাছিয়া লইতে পারেন"। আমি তাঁহার কথার ভাব সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া—স্বচক্ষে দেখিয়া পসন্দমত গাছ সকল লইয়া আসিয়াছি। আপনি দৃষ্টি করিলে ভাল মন্দ অবশ্যই জানিতে পারিবেন।

গুরু। কোই গাছ—কোথায় ?

শিষ্য। ষ্টেশনে আছে।

গুরু। মুটে করিয়া লইয়া আইস।

শিষ্য। আমি যেন বিবেচনা করিতেছি যে, গোরুর গাড়ি করিয়া লইয়া আসিব।

গুরু। না বাপু, তাহাতে আনিলে সুবিধা হইবে না, মুটে করিয়া আনিলে ভাল হয়।

শিষ্য। কেন প্রভো, গাড়ি করিয়া আনিতে কি কিছু হানি আছে ? কিন্তু নর্শরির অধ্যক্ষ মহাশয় তাই বুঝি বলিয়াছিলেন যে, মুটে নিতান্ত না পাইলে গাড়ি করিয়া লইয়া-যাইবেন।

গুরু। আমাদের ঐ কথা বলিবার কারণ এই যে, গাড়ি করিয়া গাছ আনিলে গাড়ির নাড়া পাইয়া, গাছ সমস্ত জখম হইতে পারে।

শিষ্য। তবে কি মুটে করিয়া আনা হইবে ?

গুরু। হাঁ, তাহাই কর।

তৎপরে শিষ্য ষ্টেশন হইতে মুটে করিয়া সমস্ত গাছ আনাইয়া বলিলেন, এই প্রভো গাছ আসিয়াছে। গুরুদেব গাছের

বাক্সগুলি দেখিয়া বলিলেন, গাছগুলি ছায়া ও বাতাস পায় এমন স্থানে রাখিয়া অল্প অল্প জল দ্বারা স্নান করাইয়া দাও।

শিষ্য। যে অজ্ঞা। মালীকে তবে জল আনিতে বলি।

গুরু। ঐ যে মালী আসিতেছে।

শিষ্য। মালী! জল আনিয়া গাছগুলিকে ভালরূপে স্নান করাইয়া দাও।

মালী। আজ্ঞা হাঁ, দি-ই।

গুরু। আর একটা কথা বলি শুন। গাছগুলিকে স্নান করাইয়া যেমন গাছ বাক্সতে আছে, সেইরূপ বাক্স সহিত ২।১ দিন শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে।

শিষ্য। কেন প্রভো! আর রাখিয়া দিবার আবশ্যক কি? যখন গাছ আনা হইয়াছে তখন শীঘ্রই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। আপনি ত দৃষ্টিপাত করিলেন, গাছগুলি কি মন্দ হইয়াছে?

গুরু। গাছগুলি মন্দ নয়—অকৃত্রিম বটে। তবে গাছগুলি ৫।৭ দিন পথিমধ্যে (রেলওয়ে) নাড়া চাড়া পাইয়াছে, জলের বিন্দুমাত্রও পায় নাই, হঠাৎ বাক্স হইতে নামাইয়া জমীতে রোপণ করিলে ২।৪টী মরিয়া যাইতে পারে। আর ২।১ দিন রাখিয়া রোপণ করিলে একটীও মরিবে না। যাহা হউক এক্ষণে মালীকে দিয়া বাগানে পাঠাইয়া দাও।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, মালী! গাছ সমস্ত ক্রমে ক্রমে বাগানে লইয়া যাও।

মালী। যে আজ্ঞা, যাই বাবু।

গুরু। দেখ, সাবধান! সাবধান! আস্তে আস্তে লইয়া যাইবে।

মালী। আপনার কিছুই চিন্তা নাই, আমি সাবধানে লইয়া যাইতেছি।

দ্বাদশ অধ্যায়।

আম্রবৃক্ষ রোপণের প্রণালী।

তৎপরদিন শিষ্য গুরুদেবকে বলিলেন, প্রভো! কতকগুলি সারমাটী ও খইল আনাইতে হইবে কি?

গুরু। কি জন্য।

শিষ্য। এই সকল গাছের গোড়ায় দিয়া রোপণ করিলে বোধ করি ভাল হয়।

গুরু। না বাপু, এক্ষণে কোন প্রকার সারের আবশ্যক নাই। কেবল এক একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া রোপণ করিয়া বেশী পরিমাণে জল দিতে হইবে।

শিষ্য। এক্ষণে গর্ত্তে সার দিয়া বৃক্ষাদি রোপণ করিলে তাহাতে কি কোন দোষ হয়?

গুরু। প্রথমতঃ গর্ত্তে সার দিয়া বৃক্ষাদি রোপণ করিলে, তাহাতে যে ২।৩ টী দোষ ঘটে, তাহা ব্যক্ত করিতেছি। প্রথমতঃ, গাছের গোড়ায় বেশী পরিমাণে সার ব্যবহার করিলে, সম্মুখ বর্ষার সময় ঐ সারে জলে একত্রিত হইয়া গাছ সকলের মূলদেশ জল সপ্‌সপে হইয়া একটা বিশেষ হানিকর হইয়া উঠে। (অর্থাৎ গাছের পাতা সমস্ত ঝরিয়া গাছগুলি এমন নিস্তেজিত হইয়া পড়ে যে, মৃত্যুপ্রায় হয় এবং কতক কতক মরিয়াও যায়)। দ্বিতীয়তঃ প্রথমেই গাছের গোড়ায় সার দিয়া রোপণ করিলে, তাহাতে বেশী

পরিমাণে নিত্য দুইবার জল ব্যবহার করিতে হয়। বাস্তবিক ঐ রূপ দুই বেলা গাছের গোড়ায় জল দেওয়া অনেকে পরিয়া উঠে না; এবং ঐ নিয়মে জল না দিলেও গোড়া সকল শীঘ্র শুষ্ক হইয়া অনেক গাছ নষ্ট হয়। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে এমন সতর্ক হওয়া চাই যে, গাছ সকলের গোড়ায় জল ব্যবহারের পক্ষে কোনরূপ প্রতিবন্ধক না পড়ে। তৃতীয়তঃ, এই এক দোষ—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাহায় জলাভাবে গাছগুলি নিতান্ত কষ্ট ভোগ করিলে, সমস্ত পাতার (অর্দ্ধাংশ প্রায়ই) রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া যায়। ইত্যাদি দোষ ঘটে বলিয়া প্রথম অবস্থায় গাছের গোড়ায় সার ব্যবহার করা নিষেধ হইয়াছে। রোপণের পর বৎসর (অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসর) গাছ সকলের একটু শ্রীবৃদ্ধি হইলে, কার্ত্তিক মাসে ঐ সকল গাছের গোড়ার চতুর্দ্দিক অর্দ্ধহস্ত গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া, ২।৩ স্থানে গোময় এবং অন্য কোন রকম তেজি মৃত্তিকা (এই দুইটী প্রত্যেকে অর্দ্ধাংশ পরিমাণ লইয়া একসঙ্গে মিশ্রিত করতঃ) ঐ সকল গাছের গোড়ায় পরিমাণমত পূর্ণ করিয়া দিয়া জল ব্যবহার করিতে হয়।

শিষ্য। তবে এক্ষণে এই সকল গাছ কিরূপে রোপণ করিলে, ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট হইবে না, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন, রোপণ কার্য্য আরম্ভ হউক।

গুরু। এক্ষণে কেবল এক একটী গর্ত্ত করিয়া গাছগুলি রোপণ করিতে হইবে। তৎপরে যে গাছের গোড়ায় যত জল আবশ্যক হইবে, তাহা পুনর্ব্বার ঢালিয়া দেওয়া বিধি। আর এক কথা, গাছগুলি রোপণ করিবার সময় অতি সাবধানে মূলের থলবাঁধা পাতাগুলি খুলিয়া রোপণ করিতে হইবে, যেন ভিতরের মাটীর কিয়দংশও ঝরিয়া না পড়ে, তাহা হইলে বিশেষ হানি হয়।

শিষ্য। গাছের মূলদেশে মাটীর উপরে যে পাতা বাঁধা আছে, তাহা খুলিয়া ফেলিলে মাটী সকল ঝরিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

গুরু। হাঁ, অসাবধানে পাতার বন্ধন খুলিবামাত্র মাটী ঝরিয়া পড়িবে তাহার আর বিচিত্র কি? অসাবধানতায় সকল কার্য্যেই বিশৃঙ্খল ঘটিতে পারে। তবে এ কার্য্যে যে ব্যক্তি বিশেষ পারদর্শী, তাহা দ্বারা হঠাৎ কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে না। দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকাকে জননী যেমন যত্নপূর্ব্বক শোয়ায়, বসায়, নাড়ে চাড়ে, চারা বৃক্ষাদিকে মালী তদ্রূপ যত্নপূর্ব্বক উত্তোলন, রোপণ, ও নাড়া চাড়া করিতে সক্ষম হয়। উত্তোলন রোপণ উভয় কার্য্যই গুরুতর ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। কেন প্রভো! গাছ রোপণ করা অপেক্ষা উত্তোলন করা সহজ হইতে পারে, আমি নর্শরিতে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহারা সহজেই গাছ সকল উত্তোলন করিয়া দিল।

গুরু। গাছ সকল রোপণ করা অপেক্ষা উত্তোলন করা বিশেষ গুরুতর ও বুদ্ধির কার্য্য কি না, তাহা যদি শুনিতে ইচ্ছা কর অবশ্যই বলিতে পারি।

শিষ্য। যাহা হউক প্রভো, আমি নর্শরিতে চারা উত্তোলন কার্য্য যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা আপনার নিকট ব্যক্ত করি শ্রুত হউন। তাহারা যে সকল গাছ উত্তোলন করিল, সেই সকল গাছের চতুর্দ্দিকে খোন্তা দ্বারা সামান্য একটু একটু খুঁড়িয়া অল্প চাড় দেওয়াতেই, গাছ সকল সহজেই উঠিয়া পড়িল; ইহা যে অতিশয় কঠিন কার্য্য তাহা আমার বোধ হইল না।

গুরু। তবে শুনিবে বাপু? যে সকল মালী চারা গাছ উত্তোলন করিতে সক্ষম হয়, তাহাদিগের বেতন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কারণ, চারা উত্তোলন কার্য্য অতিশয় হুঁসিয়ারী কার্য্য। অর্থাৎ তাহাদের এমন বিবেচনা শক্তি থাকা চাই যে. এই গাছটী এত বড়, এবং এই গাছটী (কটিং কলম) এইটী (গুটীং কলম) কি জোড় কলম, এইটী (লেয়ারিং কলম) এবং প্রথম হইতে এক নাড়া, কি দুই নাড়া, কি তিন নাড়া, কি আ-নাড়া, ইত্যাদি বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়া যে যেমন গাছ তাহার মূলদেশে তদুপযুক্ত মাটী রাখিয়া উত্তোলন করিতে হয়। ইহা কি বড় সহজ কার্য্য বাপু? গাছ তুলিয়া যে ব্যক্তি বাঁচাইতে পারে, তাহাকেই কার্য্যক্ষম বলিতে পারা যায়।

শিষ্য। আপনি যে উত্তোলন সম্বন্ধে নিগূঢ় অভিসন্ধি অবগত আছেন, তদ্রূপ আমি জ্ঞাত নহি, আমি মোটামুটী যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাই উল্লেখ করিয়াছি। গাছ উত্তোলন করা যে অতিশয় গুরুতর কার্য্য, তাহা আমি এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম।

আর এক কথা, যেসকল গাছের গোড়ায় জোড় বাঁধা আছে, তাহা রোপণ কালীন মাটীর ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে—না, বাহিরে মাটীর উপর ভাসিয়া থাকিবে?

গুরু। জোড়গুলি অর্দ্ধাংশ মাটীর ভিতর, অর্দ্ধাংশ বাহিরে রাখিয়া রোপণ করিলে বড় ভাল হয়। কিন্তু সকল গাছের পক্ষে ঐ রূপ নিয়মে রোপণ করা বিধি নহে; কারণ, যে সকল গাছের জোড় অর্দ্ধ হস্তের নিম্নে আছে, সেগুলি ঐ নিয়মে রোপণ করিলে ভাল হইতে পারে। আর যেগুলির জোড় অর্দ্ধ হস্তের

উপরে আছে, সে গুলি ঐ নিয়মে রোপণ করিলে, গাছগুলি শীঘ্র তেজস্কর হয় না এবং তেজস্কর হইতে বিলম্ব হইলে ২।১টী মরিয়া যাইতেও পারে।

শিষ্য। আপনি যেরূপ নিয়মানুসারে গাছ সকল রোপণ করিতে বলিলেন, তাহা মালীকে বলিয়া দিতেছি। কিন্তু ঐ গাছগুলি রোপণ করা হইলে প্রতিদিন কিরূপ নিয়মে (অর্থাৎ কয়বার) করিয়া জল ব্যবহার করিতে হইবে ?

গুরু। প্রতিদিন গাছের গোড়ায় যেরূপ নিয়মে জল দিতে হইবে তাহা বলিতেছি শুন। গাছগুলি রোপণ করিয়া তাহার চারিদিকে অর্দ্ধ হস্ত অন্তরে সিকি হস্ত পরিসর ও উর্দ্ধ, এক একটী মাটীর আইলমত করিয়া, পরক্ষণেই কলসী কিম্বা বোমা দ্বারা জল ঢালিয়া দিতে হইবে ; এমন কি যতক্ষণ পর্য্যন্ত গাছের মুলদেশের মৃত্তিকা, জল পান করিয়া ঐ আইল সমান জল না দাঁড়াইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জল ঢালিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে সেই দিন কিম্বা পরদিন ঐ জল যেমন শুষ্ক হইয়া মাটী ঝর্‌ঝরে (অর্থাৎ জো হইয়াছে এমত বোধ হইলে, সেই সময় নিড়ান দ্বারা ঐ আইলের মধ্যস্থিত গাছের গোড়ার চতুষ্পার্শ্বের মাটী অতি সাবধান পূর্ব্বক খুসিয়া দেওয়া উচিত। আর এক কথা, গাছ সকল রোপণ করা হইলে, ঐ দিন হইতে আগামী ১৫।১৬ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্নে বোমা দ্বারা অল্প অল্প জলে গাছ সকলকে স্নান করাইয়া দেওয়া বিধি। কিন্তু ঐ সময় বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে যে, গাছের গোড়ায় যেন বেশী জল না পড়ে। তৎপরে ৫।৭।৮ দিন গত হইয়া গেলে, পুনর্ব্বার পুর্ব্বোক্ত নিয়মে ঐ আইল সমান জল দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, গাছ সকল রোপণ করিয়া প্রতিদিন দুই তিন বার জল দিতে হইবে।

গুরু। না, না, তাহা হইলে গাছগুলির পক্ষে বিশেষ হানি হইবে। নিত্য দুই বেলা জল ব্যবহার করিলে, কলমের চারার নূতন সিকড় বাহির হইতে বিলম্ব হইয়া পড়ে, সুতরাং গাছ সকলের পত্র হরিদ্রাবর্ণ হইয়া ক্রমশঃ এক একটী করিয়া ঝরিয়া যায়।

শিষ্য। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি ভাল রূপ বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, গাছের গোড়ার মাটী শুষ্ক হইতে না হইতে পুনর্ব্বার উহাতে জল দিলে, অপকার ভিন্ন উপকার হয় না, এমন কি ঐ গাছের গোড়ার মাটী কর্দ্দম প্রায় হইয়া সমশীতল গুণটুকু একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়। আর একটু শুষ্ক হইলে, তাহাতে জল দিলে ঐ শমশীতল গুণ টুকু উৎপন্ন হইয়া গাছগুলির পক্ষে বিশেষ উপকার করে। অর্থাৎ গাছগুলি শীঘ্রই সতেজিত হইয়া শ্রী লাভ করে। যাহা হউক, এক্ষণে মালীকে আর একটী কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া দিও।

শিষ্য। কি কার্য্য, বলুন না।

গুরু। যে সকল গাছ রোপণ করা হইবে, সেই সকল গাছের মূলদেশের মাটীর আইলের পার্শ্ব হইতে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর পাতলা ভাবে চতুর্দ্দিকে এক এক খানি বাখারী পুতিয়া ঘেরা করিয়া দিতে বলিবে, তাহা হইলে, ঐ সকল গাছের পক্ষে হঠাৎ কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারিবে না।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, অবশ্যই বলিয়া দিব। এক্ষণে তবে গাছ রোপণ করিবার জন্য আয়োজন করা হউক।

গুরু। হাঁ, মালীকে অদ্য সমস্ত গর্ত্ত করিয়া রাখিতে বল, কল্য অপরাহ্নে আমি উপস্থিত থাকিয়া গাছ বসাইব।

শিষ্য। তাহাই ভাল প্রভো। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, গাছের চতুষ্পার্শ্বে বাখারী দ্বারা ঘেরা করিয়া দিতে হইবে, রৌদ্র নিবারণ জন্য উহার উপরে কোনরূপ আচ্ছাদন করিয়া দিলে কি ভাল হয় না?

গুরু। এক্ষণে উহার উপরে আচ্ছাদন করিয়া দিবার আবশ্যক নাই, তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে যদি বৃষ্টি না হয়, অথচ সূর্য্যোত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি রাখে, সেই সময় গাছের অবস্থা বুঝিয়া যে গাছগুলিতে ছায়ার বিশেষ আবশ্যক হইবে, সেই গুলির উপরে নারিকেল পত্র বা (যাহার ভিতর দিয়া সামান্য পরিমাণে জল, বায়ু, রৌদ্র, শিশির প্রবেশ করিতে পারে) এমত কোনরূপ পত্র কিম্বা হোগলা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া বিধি। নতুবা আম্র গাছের উপরে আচ্ছাদন কোন সময়েই আবশ্যক হয় না।

পরদিন গুরুদেব বাগানে উপস্থিত হইয়া সুবন্দবস্তানুসারে প্রত্যেক গাছ রোপণ করাইয়া বলিলেন, আম্র গাছ রোপণের কার্য্য এক রকম ঠিক হইয়া গেল। আর তোমার মালীটী নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহে, বাগানের কর্ম্ম বেশ জানে, আরও একটী বিষয় পরীক্ষা করিয়া বোধ হইল যে, যথার্থই সাহেবদিগের বাগানে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কোন বাঙ্গালী গৃহস্থের বাগানে কাজ করে নাই।

শিষ্য। প্রভো! মালী যে সাহেব বাগানে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, আপনি তাহা কিরূপে জানিতে পারিলেন?

গুরু। কার্য্যের নিপুণতা দেখিয়া জানিতে পারিলাম। মালী ও কৃষক পসন্দ করিতে হইলে, বিশেষ কোন পরীক্ষার আবশ্যক করে না, কার্য্য দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, অপর অপর গাছের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছ?

শিষ্য। অপরাপর গাছের এই রূপ বন্দবস্ত করিয়া আসিয়াছি যে, আবশ্যকীয় গাছ সকলের একখানি ফৰ্দ্দ এবং কিছু খরচার টাকা পাঠাইয়া দিলে, তাঁহারা সমস্ত গাছ রেলওয়ে পাঠাইয়া রসিদখানি ভ্যালুপেএবেলে পাঠাইয়া দিবেন। আরও কথা আছে যে, পূর্ব্ব চালানের গাছের মধ্যে যদি ২।১টী মারা যায়, তাহা হইলে ঐ মরা গাছের ফৰ্দ্দ, পুনর্ব্বার নূতন অর্ডারের সহিত পাঠাইয়া দিলে, ঐ মরা গাছের পরিবর্ত্তে গাছ কয়টী বিনা মূল্যে নূতন অর্ডারের গাছের সহিত পাঠাইয়া দিবেন।

গুরু। বেশ, বেশ, ঠিক্ বন্দবস্ত হইয়াছে।

শিষ্য। এক্ষণে আর একটী কথা নিবেদন করি, আপনি অবগত আছেন কি?

গুরু। কি কথা? যাহা ইচ্ছা হয়, অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পার।

শিষ্য। এমন কোন বিশেষ কথা নয় প্রভো। কথাটা এই যে, কোন কোন দেশে আম্রের ভিতর পোকা ধরিয়া থাকে, তাহার কোন প্রকার (প্রতিকার) ঔষধ অবগত আছেন কি?

গুরু। ঔষধ সম্বন্ধীয় কথা এক্ষণে শ্রুত হইবার আবশ্যক নাই, ফলোৎপন্ন সময় সমস্ত বলিয়া দিব। তবে একটী কথা

এক্ষণ হইতেই বলিয়া রাখি এই যে, আম্র গাছে ফলোৎপন্ন হইবার সামান্য পূর্ব্বে ঐ গাছের নীচে হরিদ্রা গাছ রোপণ করিয়া দিবে, তাহার পর যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিব।

শিষ্য। আম্রবৃক্ষ রোপণপ্রণালী শ্রুত হইয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। কিন্তু অপর গাছের রোপণপ্রণালী কি আম্র গাছের ন্যায় করিতে হইবে?

গুরু। হাঁ, এক প্রকার ঐ নিয়মই বটে, তবে বর্ষার সময় রোপণ করিতে হইলে পৃথক্ নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়, তাহা এক্ষণে জানিবার আবশ্যক নাই, সেই সময় বলিয়া দিব।

এইরূপে বাগানে আম্রগাছ বসাইয়া গুরু শিষ্যে বাটী আসিলেন। তৎপর দিন গুরুদেব বলিলেন, বর্ত্তমান সময়ে বাগানে যে সকল কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা তুমি নিজেই কতক কতক করিতে সক্ষম হইবে। বর্ষা আসিয়া পড়িলে আর তুমি সামলাইতে পারিবে না, সেই সময় আমি উপস্থিত না থাকিলে অনেক কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে। সুতরাং এই অবসরে একবার বাটী হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিলে ভাল হয়, তাহাতে তুমি কি বল?

শিষ্য। আমি আর কি বলিব প্রভো, আপনি যাহা স্থির করিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। ইচ্ছা করিলে অবশ্যই বাটী যাইতে পারেন। এক্ষণে বাগানের কার্য্য অনেক সুবিধা হইয়া আসিয়াছে, আপনার আশীর্ব্বাদে অনেক কার্য্যেই আমি শিক্ষা লাভ করিয়াছি; সামান্য কার্য্যোপলক্ষে আপনি উপস্থিত না থাকিলেও বিশেষ কোন হানি হইবে না।

গুরু। তবে আমি কল্যই বাড়ী রওয়ানা হইব। তোমরা চিরজীবী হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে থাক।

শিষ্য। আপনি বাড়ী যাইতেছেন, এক্ষণে বাড়ীতে কোন বিশেষ কার্য্য আছে কি?

গুরু। এমন কোন বিশেষ কার্য্য নাই বটে, তবে দেখিয়া আসিয়াছিলাম ব্রাহ্মণীর পীড়া তত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় নাই, ঐ সম্বন্ধে মধ্যেও একখানি পত্র পাইয়াছিলাম। আরও একটা কথা এই যে, আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যে কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ হইবার কথা আছে, যদি ভাল পাত্র উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ শুভকর্ম্মটী সম্পন্ন করিতে হইবে, নতুবা আর কোন কার্য্য নাই।

শিষ্য। কন্যাটীর বিবাহ যদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সময় আমাকে একখানি পত্র লিখিবেন, আমার সাধ্যানুসারে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিব। আর আপাততঃ এই ৫০টী টাকা গ্রহণ করুন।

গুরু। এক্ষণে যাহা অর্পণ করিলে, তাহাতে আমার বিশেষ উপকার হইল; আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অধুনা অনেকেই কৃষিকার্য্যে মনোযোগী হইয়া দেশী ও বিদেশী বীজ ও চারা আনয়ন করিয়া আপন উদ্যানাদিতে রোপণ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ আমাদিগের নিকট হইতে ঐ সকল বীজ ও চারা লইবার সময় উহাদিগের রোপণ-প্রণালী পাঠাইতে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, গ্রাহক মহোদয়গণের মনোরথ পূর্ণ করিতে পারি না, পরন্তু প্রত্যেক গ্রাহককে এক একখানা রোপণপ্রণালী হস্তদ্বারা লিখিয়া পাঠাইতে হইলে কতদূর সময় ও পরিশ্রম অপেক্ষা করে, তাহা সহৃদয় গ্রাহকগণ সহজে বিবেচনা করিতে পারেন, বাস্তবিক ঐ কার্য্য সাধন করা এক ব্যক্তির অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাতে অনেক স্থানে বীজ ও চারা লইয়াও তাহার যথোচিত রোপণা-ভাবে ঐ সকল নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব আমি কৃষিকার্য্যের সুসম্পাদনার্থে এবং গ্রাহক মহোদয়-গণের আগ্রহে, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া, কৃষিকার্য্যে সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত, গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে, "কৃষিপ্রণালী" নামক পুস্তক সরল বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া খণ্ডা-কারে প্রকাশ করিতেছি।

এই পুস্তকে জমীর আবাদ, সাঁর ও মাটি নির্ব্বাচন, বীজরক্ষণ, দেশী ও বিদেশী বীজ বপন চারা রোপণ ও প্রতিপালন, বাগান প্রস্তুত করিবার সুপ্রণালী এবং কিরূপে কলম প্রস্তুত করিতে হয়, ও কত প্রকার কলম আছে, অর্থাৎ কটী (Cutting) বডিং (Budding) গ্রাফাটিং (Grafting) গুটীং (Gooting) লেয়ারিং (Lairing) পুরুনিং (Pruning) এবং ফল ফুল গাছ ও ফল ইত্যাদির আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত সহ, বিশদরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

এইক্ষণ সাধারণের নিকট সানুনয়ে নিবেদন এই যে, আমি যে গুরুতর কার্য্যের ভার মস্তকে ধারণ করিয়াছি, তাহা সাধারণের সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতিরেকে উক্ত ভার বহন আমার পক্ষে অসাধ্য, অতএব সাধারণের সাহায্য প্রাপ্তিতে বঞ্চিত না হই, এই প্রার্থনা।

যাঁহারা এই পুস্তকের প্রকৃত গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা ১২ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ২৸৵০ আনা পাঠাইয়া দিবেন, স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা ডাক মাশুল ৵১০ আনা, ইতি।

শ্রীভুবনচন্দ্র কর।
প্রোপ্রাইটার।
চিপেষ্ট দমদম্ নর্শরি।
দমদম্ পোষ্ট, কলিকাতা।